বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯

(প্রাথমিক চূড়ান্ত রিপোর্ট)

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন
বিটিএমসি ভবন
৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

লোগো

বাণী

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ করপোরেশন (বিটিএমসি) ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের কার্যক্রম নিয়ে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রীয়করণকৃত ৭৪টি টেক্সটাইল মিল বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ করপোরেশন (বিটিএমসি) কে ন্যস্ত করা হয়। পরবর্তীতে বিটিএমসি কর্তৃক আরও ১২টি মিল প্রতিষ্ঠাপূর্বক সর্বমোট মিল সংখ্যা দাড়ায় ৮৬টি। দেশীয় সূতার চাহিদাপূরণ এবং সেই সাথে সাথে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে টেক্সটাইল মিলগুলো স্বগৌরবে পরিচালিত হয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের সুখ্যাতি বিশ্বব্যাপি এবং এদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বস্ত্রশিল্প সুদূর অতীত থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ অর্জিত হয় বস্ত্রখাত থেকে। এছাড়া দারিদ্র বিমোচনে বস্ত্র খাতের রয়েছে অসামান্য অবদান। বর্হিবিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বস্ত্রশিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশক্রমে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ করপোরেশন কর্তৃক ইতোমধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ করপোরেশন কর্তৃক পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর মাধ্যমে সকল বন্ধ মিল চালুকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বন্ধ এসব মিলগুলো পুনরায় চালু হলে এসকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি আশা করি, বর্তমান সরকারের গৃহিত নীতিমালা ও পরিকল্পনাকে কাজে লাগিয়ে বস্ত্রখাতের রপ্তানির বাজার সম্প্রসারণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, পরিবেশ রক্ষা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বাংলাদেশ একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

পরিশেষে, আমি এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাফল্য কামনা করছি পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

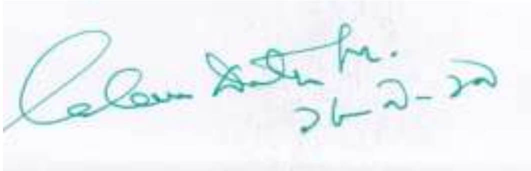

(গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি)
মন্ত্রী
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

লোগো

বাণী

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ করপোরেশন (বিটিএমসি) প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এটি একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ এবং উদ্যোগটি প্রসংশনীয়।

মানুষের ৫টি মৌলিক চাহিদার অন্যতম একটি হলো বস্ত্র। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পের খ্যাতি বিশ্বজুড়ে বিদ্যমান। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বস্ত্রশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বস্ত্রখাতের রয়েছে অসামান্য অবদান। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বস্ত্রখাত বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। বস্ত্রখাতের সাফল্যের পিছনে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ করপোরেশন (বিটিএমসি) এর রয়েছে গৌরবান্বিত ইতিহাস।

বস্ত্রখাতের উন্নয়নে বর্তমান সরকার নানামূখী কর্মসূচী গ্রহণ করছে । মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে বস্ত্রখাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বস্ত্রখাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং বিটিএমসি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে । বন্ধ মিলগুলো পুনরায় চালুর মাধ্যমে এখাতে সুদিন ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন মিলগুলো পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর মাধ্যমে আধুনিকায়নপূর্বক কম্পোজিট গ্রীন টেক্সটাইল স্থাপনের জন্য দেশী/বিদেশী শিল্প উদ্যোক্তাদের সাথে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিটিএমসি'র বর্তমান মিলসমূহের মধ্যে ১৬টি মিল পিপিপি'র আওতায় পরিচালনার জন্য CCEA (Cabinate Committee on Economic Affairs) এর নীতিগত অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ২টি মিলের আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। দেশের বিপুল পরিমাণ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এবং টেক্সটাইল সম্পর্কিত শিল্প প্রসারের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে চিত্তরঞ্জন টেক্সটাইল পল্লী স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ভিশন-২০২১ এর আলোকে টেক্সটাইল সংক্রান্ত বর্তমান সরকারের যুগ ও সময়োপযোগী নীতিমালাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার এ নবযাত্রায় বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ করপোরেশন সরকারের পাশে থেকে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সমর্থ হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বিটিএমসি'র বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯ এ উল্লেখিত তথ্য-উপাত্ত এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণ ও সুবিধাভোগীদের সম্যক অবগত করা এবং সংস্থার কার্যক্রমকে পরিমাপযোগ্য ও জবাবদিহিমূলক করার জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আশা করছি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ/প্রতিষ্ঠানসমূহ/সুবিধাভোগীগণ এ প্রতিবেদন থেকে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারবেন এবং মতামত বিটিএমসি'কে জানাতে পারবেন। ফলশ্রুতিতে বিটিএমসি ভবিষ্যতে কাজের প্রতি আরও যত্নবান ও মনোযোগী হতে পারবে।

পরিশেষে আমি এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাফল্য কামনা করছি, পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন)
সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান (রাষ্ট্রীয়করণ) আদেশের ১০ নং অনুচ্ছেদের আওতায় (১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ নং-২৭) বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ করপোরেশন (বিটিএমসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ১লা জুলাই হতে জাতীয়করণকৃত ৭৪টি মিল নিয়ে বিটিএমসি আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে বিটিএমসি আরও ১২টি মিল স্থাপন করে; যাতে করে বিটিএমসি'র মোট মিল সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৬টি। সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ ও বেসরকারীকরণ নীতির আওতায় ১৯৭৭ হতে ২০১০ সালের মধ্যে ৫৮টি মিল হস্তান্তর, বিক্রি ও অবসায়ন করা হয়। নব্বই দশক পযর্ন্ত বিটিএমসি'র মিলগুলোর উৎপাদিত পণ্য দেশীয় চাহিদার সিংহভাগ যোগান দিত।

বিটিএমসি'র প্রশাসনিক বিষয়াদি ও সাধারণ নির্দেশনা পরিচালক পর্ষদের উপর ন্যস্ত। সরকারি নীতি সাপেক্ষে করপোরেশনের কার্যাবলি সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

বর্তমানে বিটিএমসি'র নিয়ন্ত্রণে ২৫টি টেক্সটাইল মিল আছে যার মধ্যে ৫টি মিল ভাড়ায় পরিচালিত হচ্ছে। ২৫টি মিলের মধ্যে ১৬টি মিল পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি)'র আওতায় পর্যায়ক্রমে চালুকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহনের জন্য CCEA (Cabinet Committee on Economic Affairs) এর নীতিগত অনুমোদন পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ২টি মিল (আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস এবং কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস) আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের দ্বারা চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রাইভেট পার্টনারকে হস্তান্তর করার বিষয়ে সিসিইএ'র চুড়ান্ত অনুমোদন নেয়া হয়। আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলের নির্বাচিত প্রাইভেট পার্টনার (তানজিনা ফ্যাশন লিঃ) এর সাথে ২৫-০৬-২০১৯খ্রিঃ তারিখে এবং কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলের নির্বাচিত প্রাইভেট পার্টনার (অরিয়ন কনসোর্টিয়াম)-এর সাথে ২১-০৭-২০১৯খ্রিঃ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। মিল দুটির দ্রুত হস্তান্তর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীণ। অবশিষ্ট ১৪টি মিলের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪টি মিল (১) আর, আর, টেক্সটাইল মিলস, সীতাকুন্ড, চট্রগ্রাম, (২) দোস্ত টেক্সটাইল মিলস, নতুন রাণীরহাট, ফেণী, (৩) মাগুরা টেক্সটাইল মিলস, মাগুরা ও (৪) রাজশাহী টেক্সটাইল মিলস, সপুরা, রাজশাহী পিপিপি'র মাধ্যমে পরিচালনার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। এ বছর বর্ণিত ৪টি মিলের আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের লক্ষ্যে কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের বিপুল পরিমাণ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এবং টেক্সটাইল সম্পর্কিত শিল্প প্রসারের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে চিত্তরঞ্জন টেক্সটাইল পল্লী স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। খুলনা টেক্সটাইল পল্লীর প্লট বিক্রয়ের লক্ষ্যে দুইবার দরপত্র আহবান করা হলেও কোন দরদাতা পাওয়া যায়নি। দীর্ঘ সময়ব্যাপি প্রকল্পটি অবাস্তবায়িত থাকায় খুলনা টেক্সটাইল মিলে টেক্সটাইল পল্লী স্থাপনের অনুমোদন পরিবর্তনপূর্বক জমির অবস্থান অনুসারে পিপিপি'র আওতায় ফুডকোর্টসহ থিমপার্ক, এমিউজমেন্ট পার্ক, রিসোর্ট অথবা হাসপাতাল নির্মাণের অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে পুনঃপ্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও টাঙ্গাইল কটন মিলটি পিপিপি'র আওতায় পরিচালনার নিমিত্তে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হলেও মামলা জনিত কারণে কার্যক্রম সাময়িক স্থগিত রয়েছে। মামলা প্রত্যাহার হলে পুনরায় দরপত্র আহবান করা যাবে। বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কোরিয়া, চীন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, তুরস্ক, ইরান, সৌদি-আরব, জাপান, সিঙ্গাপুরসহ বিভিন্ন দেশের সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের নিকট পিপিপি'র মাধ্যমে টেক্সটাইল খাতে অংশগ্রহনের জন্য বিনিয়োগ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও পিপিপি বিষয়ক সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/কর্মশালা আয়োজন/অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিনিয়োগে গতিশীলতা আনয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বর্তমান সরকারের রুপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন ও বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রুপান্তরের নিমিত্তে স্থানীয় ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের যৌথ উদ্যোগ প্রকল্প ও পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) প্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিক স্পিনিং, উইভিং, ডাইং, ফিনিশিং, কম্পোজিট টেক্সটাইল এবং টেক্সটাইল এক্সেসরিজ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য বিটিএমসি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাজারের চাহিদানুযায়ী আগ্রহী স্থানীয় ও বিদেশী বিনিয়োগকারীগণ প্রস্তাবসহ আন্তরিকভাবে আমন্ত্রিত।

বিটিএমসি'র ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলী নিয়ে এ প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকাশিত তথ্যাবলী বিটিএমসি'র স্টেকহোল্ডারদের জন্য সহায়ক হবে এবং করপোরেশনের কার্যক্রম ও অগ্রযাত্রা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা দিবে। বিটিএমসি'র বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং বিটিএমসি'র সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

২/১০/১৯

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মাদ কামরুজ্জামান
পিবিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি, জি
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ করপোরেশন

আহবায়ক, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনা কমিটি।

কিছু কথা

মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে বস্ত্র একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বিনির্মাণের অংশ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে জাতীয়করণকৃত ৭৪টি মিল নিয়ে ১৯৭২ সালের ১লা জুলাই বিটিএমসির কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দেশীয় শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিটিএমসির উদ্যোগে পরবর্তীতে বিভিন্ন অঞ্চলে আরও ১২টি শ্রমনিবিড় (Labour- intensive Textile Mills) বস্ত্র মিল স্থাপনের মাধ্যমে বিটিএমসি’র নিয়ন্ত্রণাধীন মোট মিল সংখ্যা দাড়ায় ৮৬টি। দেশের আপামর জনগণের চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে দেশীয় সূতা এবং কাপড় উৎপাদনে বিটিএমসি’র রয়েছে এক গৌরবান্বিত ইতিহাস। পরবর্তীতে অব্যাহতভাবে লোকসানের ফলশ্রুতিতে আর্থিক সংকটের কারনে কাঁচাতুলা আমদানি করতে না পারায় অধিকাংশ মিলের উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ৩০-৪০ বছরের পুরানো প্রযুক্তির ক্ষয়প্রাপ্ত যন্ত্রপাতির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার কারণে উৎপাদিত পন্যের গুনগতমান কোনভাবেই যুক্তিসংগত পর্যায়ে বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছেনা। ফলশ্রুতিতে প্রতিমাসেই মিলগুলোতে আর্থিক লোকসানের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ক্রমান্বয়ে বিটিএমসি আর্থিক দৈন্যতায় নিমজ্জিত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে পৌছেছে। এরূপ পরিস্থিতিতে সংকট উত্তোরণের জন্য বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের দিক নির্দেশনায় বিটিএমসি বেশ কিছু সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহন করে।

বন্ধ মিলগুলো পুনরায় চালুর মধ্য দিয়ে এখাতে সুদিন ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় মিলগুলো পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর মাধ্যমে আধুনিকায়ণপূর্বক স্পিনিং, উইভিং, ডাইং, ফিনিশিং, কম্পোজিট গ্রীন টেক্সটাইল স্থাপনের জন্য দেশী/বিদেশী শিল্প উদ্যোক্তাদের সাথে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়। বিটিএমসির বর্তমান মিলসমূহের মধ্যে ১৬টি মিল পিপিপি’র আওতায় পরিচালনার জন্য CCEA (Cabinate Committee on Economic Affairs) এর নীতিগত অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ২টি মিল (আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস এবং কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস) আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রাইভেট পার্টনারকে হস্তান্তর করার বিষয়ে পুনরায় সিসিইএ’র অনুমোদন নেয়া হয়। আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলের নির্বাচিত প্রাইভেট পার্টনার (তানজিনা ফ্যাশন লিঃ) এর সাথে ২৫-০৬-২০১৯খ্রিঃ তারিখে এবং কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলের নির্বাচিত প্রাইভেট পার্টনার (অরিয়ন কনসোর্টিয়াম)-এর সাথে ২১-০৭-২০১৯খ্রিঃ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। মিল দুটি দ্রুত হস্তান্তর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীণ। দেশের বিপুল পরিমাণ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এবং টেক্সটাইল সম্পর্কিত শিল্প প্রসারের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে চিত্তরঞ্জন টেক্সটাইল পল্লী স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। চিত্তরঞ্জন টেক্সটাইল পল্লীর ৭টি শিল্প প্লট দলিল রেজিষ্ট্রির মাধ্যমে বেসরকারী শিল্প উদ্যোক্তাদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট শিল্প প্লটসমূহ বিক্রির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ভিশন-২০২১ এর আলোকে টেক্সটাইল সংক্রান্ত বর্তমান সরকারের যুগ ও সময়োপযোগী নীতিমালাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার এ নবযাত্রায় বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ করপোরেশন সরকারের পাশে থেকে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সমর্থ হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৬(৩) মোতাবেক এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুসারে প্রতিবছর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করার সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। বর্ণিত আইন ও চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিটিএমসি তার কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯ প্রকাশ করতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ করপোরেশন (বিটিএমসি) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কার্যক্রমের প্রতিবেদনে বিটিএমসির উপর সামগ্রিক ধারনা পাওয়া যাবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

বিটিএমসি’র মাননীয় চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মাদ কামরুজ্জামান, পিবিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি, জি এর পৃষ্ঠপোষকতায় বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ প্রণয়নের জন্য আমি সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটির সদস্য এবং সংস্থার সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখা ও মিলসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্য সরবরাহ ও সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং বিটিএমসি’র উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ ফজলুল কবীর
সচিব
বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ করপোরেশন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ এর প্রকাশনা কমিটি

মোঃ ফজলুল কবীর
সচিব
আহ্বায়ক কমিটি

কাজী ফিরোজ হোসেন
উপ-মহাব্যবস্থাপক(বোর্ড) ও
ইনচার্জ (বাণিজ্য)
সদস্য, কমিটি

মোঃ মজিবুর রহমান
উপ-মহাব্যবস্থাপক (পারসনেল)
সদস্য, কমিটি

মোঃ মহিউদ্দিন
প্রধান হিসাব রক্ষক (অতিঃ দাঃ)
সদস্য, কমিটি

চৌধুরী আখতার আলী বেগ
ব্যবস্থাপক (কর্মচারী সংযোগ)
সদস্য, কমিটি

মোহাম্মদ সহিদ উল্লাহ
উপ-প্রধান নিরীক্ষক
সদস্য, কমিটি

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
ব্যবস্থাপক (সাকশা)
সদস্য, কমিটি

মোঃ ইব্রাহিম মিয়া
সহকারী ব্যবস্থাপক (কারিগরী)
সদস্য-সচিব, কমিটি

সাব্বির আহমেদ
সহকারী প্রধান প্রকৌশলী
সদস্য, কমিটি

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	ভূমিকা	৮-৯
০২	ভিশন	১০
০৩	মিশন	১০
০৪	কৌশলগত উদ্দেশ্য	১০
০৫	কার্যাবলী	১০
০৬	পরিচালনা পর্ষদ	১১
০৭	সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল	১২-১৪
০৮	নাগরিক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter) ও ফোকাল পয়েন্ট	১৫-১৮
০৯	বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি	১৯
১০	২০১৭-১৮ অর্থবছরের আয়-ব্যয় ও বাজেট	২০
১১	মিলের তথ্য	২১-২৬
১২	মিলের বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরের পরিচালন আয়-ব্যয়	২৬
১৩	প্রকল্প	২৭-২৮
১৪	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন	২৯-৩০
১৫	বিটিএমসি'র সাম্প্রতিক সাফল্য	৩১
১৬	বিটিএমসি'র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৩২
১৭	মামলা সংক্রান্ত তথ্য	৩৩
১৮	পুন:অধিগ্রহনকৃত ২টি মিলের তথ্য	৩৩-৩৪
১৯	বাণিজ্যিক অডিট সংক্রান্ত পরিসংখ্যান	৩৪
২০	বিভাগীয় কর্মকর্তা পরিচিতি	৩৫
২১	মানবসম্পদ উন্নয়ন	৩৬
২২	প্রণোদনা	৩৭
২৩	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি	৩৮-৩৯
২৪	নাগরিক সেবা সহজিকরণে বিটিএমসি'র ইনোভেশন	৩৯
২৫	মান-নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার	৪০-৪১
২৬	SDG অর্জনে বিটিএমসি'র কর্ম-পরিকল্পনা	৪২-৪৩
২৭	ফটো গ্যালারী	৪১-৪৫

ভূমিকাঃ

প্রাগৈতিহাসিক থেকে অষ্টম সেঞ্চুরীতে শিল্প বিপ্লব পর্যন্ত পূর্ব বাংলা বস্ত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল । পাক-ভারত উপ-মহাদেশে বংশানুক্রমিকভাবে সুদক্ষ কারিগর (Artisan) গ্রুপ আকারে কুটির শিল্প হিসেবে বস্ত্র উৎপাদন করত। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসনের অবসান এবং ভারতবর্ষ ভাগ হওয়ায় পাকিস্তানের অংশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যুদয় হয়। পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক নীতির কারণে পূর্ব পাকিস্তানে বেকারত্ব ও সস্তা শ্রমিক হওয়ায় বেসরকারী অধিকাংশ বস্ত্রশিল্প পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপিত হয়। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের পর পাকিস্তানি শাসনের অবসান হয়।

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ The Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalization) Order No 27 of 1972 (President Order No 27 of 1972) এর ক্ষমতাবলে Bangladesh Textile Mills Corporation (BTMC) গঠন করা হয়। President Order No 27 of 1972 এর মাধ্যমে জাতীয়করণকৃত ৭৪টি মিল নিয়ে ১৯৭২ সালের ১লা জুলাই হতে বিটিএমসি'র আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নং ২৭,১৯৭২ এ বিটিএমসি'র কার্য্যাবলি প্রশাসনিক বিষয়াদি ও সাধারণ নির্দেশনা পরিচালক পর্ষদের উপর ন্যস্ত হয়, যার প্রধান চেয়ারম্যান। এছাড়াও সময় সময় জারীকৃত সরকারি নির্দেশের আলোকে করপোরেশনের কার্য্যাবলি সম্পাদন করা হয়।

বিটিএমসি গঠনের মূল লক্ষ্য জাতীয়করণকৃত এবং সরকারি বস্ত্র খাতের মিলগুলোর ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, তদারকি, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণকরণ,নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও উন্নয়নকরণ। স্বাধীনতা পরবর্তী দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি,শিল্প স্থাপনে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা, শিল্পায়নের মাধ্যমে বিদেশী নির্ভরতা হ্রাস করা এবং সর্বোপরি জনগনের কর্ম সংস্থানের লক্ষ্যে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বিটিএমসি'র মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে আরও ১২টি শ্রমনিবিড় বস্ত্র শিল্প (Labour- intensive Textile Mills) স্থাপন করা হয়। ফলে বিটিএমসি'র মিল সংখ্যা দাড়ায় ৮৬টি। দেশের উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত ১০৫টি বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বিটিএমসি'র মিলগুলোতে উৎপাদিত সুতা এবং কাপড় সাধারণ ভোক্তাদের নিকট ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করা হতো। স্বাধীনতা পরবর্তী দেশের সুতা ও বস্ত্রের চাহিদা পূরণে বিটিএমসি'র মিলগুলো সিংহভাগ ভূমিকা পালন করেছে।

বিশ্ব অর্থনীতি পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে বেসরকারি শিল্প মালিক এবং দেশী-বিদেশী উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৯৮২ সালের বিরাষ্ট্রীকরণ শিল্প নীতির আওতায় জাতীয়করণকৃত বস্ত্র মিলগুলোর মধ্যে ৩০টি মিল সাবেক বাংলাদেশী মালিকদের নিকট ফেরৎ দেয়া /হস্তান্তর করা হয় এবং ১৯৭৭ সাল থেকে ২০০৯সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ১২টি মিল বেসরকারীকরণ করা হয়। লিকুইডেশন সেল কর্তৃক ৩টি মিল বিক্রি ও বিক্রির জন্য লিকুইডেশন সেলে ৪টি মিল ন্যস্ত রয়েছে। এছাড়াও শিল্পখাতে শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করে ৯টি মিল শ্রমিক-কর্মচারীদের মালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়। এভাবে ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সময়ে বিটিএমসি'র মোট ৫৮টি মিল বিক্রি, হস্তান্তর ও অবসায়ন করা হয়।

এর মধ্যে ৫টি মিল ভাড়া পদ্ধতিতে চালু আছে, ১টি মিলে (চিত্তরঞ্জন কটন মিলস্, নারায়ণগঞ্জ) টেক্সটাইল পল্লী স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে, ২টি মিল (আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস, ডেমরা, ঢাকা এবং কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস, টঙ্গী, গাজীপুর) পিপিপি'র আওতায় পরিচালনার নিমিত্তে প্রাইভেট পার্টনারদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে, ১টি মিলে (খুলনা টেক্সটাইল মিলস্, খুলনা) টেক্সটাইল পল্লী স্থাপনের অনুমোদন পরিবর্তনপূর্বক জমির অবস্থান অনুসারে পিপিপি-র আওতায় ফুডকোর্টসহ থিমপার্ক, হাসপাতাল, এমিউজমেন্ট পার্ক, রিসোর্ট নির্মাণের অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে পুনঃপ্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে এবং অপর ১৬টি মিলে উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। এছাড়াও জাতীয়করণকৃত নামমাত্র (বাস্তব সম্পদবিহীন) ৩টি মিল (১. পারুমা টেক্সটাইল মিলস লিঃ ২. এলাহী কটন মিলস লিঃ ৩. রুপালী কটন মিলস লিঃ) বিটিএমসি'র তালিকায় আছে।

মিলগুলো ছাড়াও বিটিএমসির নিজস্ব উদ্যোগে এবং "টিআইডিসি" (Textile Industries Development Center) নামে সাভারে একটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দেশের সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা,কর্মচারী ও শ্রমিকদের কারিগরিসহ অন্যান্য প্রশাসনিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো। কেন্দ্রটিকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের "নিট্রেড" প্রকল্পের আওতায় নেয়া হয়। "নিট্রেড" প্রকল্পটি সরকারি-বেসরকারি সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত গভর্নিং বডির মাধ্যমে

ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রাক্ট-এ পরিচালনার জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০৮ সালে সম্পাদিত একটি চুক্তির মাধ্যমে বিটিএমএ (বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ এসোসিয়েশন) এর নিকট হস্তান্তর করা হয়।

ঢাকা চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা শহরের প্রাইম-জোনে স্থাপিত বিটিএমসি'র মিলগুলোতে প্রায় ৬২৩.৯৫ একর জমি (Developed land) রয়েছে। মিলগুলোতে স্থল, নৌ এবং বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ সকল ইউটিলিটি সার্ভিসের সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। মিলগুলোর যন্ত্রপাতি ৩০/৪০ বছরের পুরানো প্রযুক্তির বিধায় নিজস্ব উদ্যোগে পরিচালনা করে মিলের আয় দ্বারা উৎপাদন ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভবপর হয় না। মিলগুলো আধুনিকায়নে সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বর্তমানে সরকার রাষ্ট্রায়ত্ব মিলগুলোর সম্পদ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবহারে বেসরকারি দেশী-বিদেশী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করছে। তাই দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সাথে পিপিপি ও যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগের বিষয়টি অগ্রাধীকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিটিএমসি'র মিলগুলো পর্যায়ক্রমে পিপিপি ও যৌথউদ্যোগে বিনিয়োগের মাধ্যমে আধুনিকায়ন ও নতুন গ্রীন প্রকল্প গ্রহণপূর্বক আধুনিক স্পিনিং, উইভিং, ডাইং-ফিনিশিং সম্বলিত কম্পোজিট টেক্সটাইল শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনার আওতায় ইতোমধ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষের সাথে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পিপিপি এর আওতায় বিটিএমসি'র ১৬টি মিল পরিচালনার জন্য CCEA (Cabinet Committee on Economic Affairs)-এ নীতিগত অনুমোদিত হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম পর্যায়ে দুটি মিল (আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস লিঃ, ডেমরা, ঢাকা ও কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস লিঃ, টঙ্গী, গাজীপুর) পিপিপি'র মাধ্যমে পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে প্রাইভেট পার্টনার নির্বাচন করে যথাক্রমে ২৫-০৬-২০১৯ ও ২১-০৭-২০১৯ তারিখ আনুষ্ঠানিভাবে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। মিল দুটি দ্রুত হস্তান্তর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীণ। মিল দুটি চালু হলে কয়েক হাজার জনবলের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

বিদেশী বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ঢাকায় নিযুক্ত চীন, কোরিয়াসহ বিভিন্ন মান্যবর রাষ্ট্রদুতদের সাথে আলাপ-আলোচনা অব্যাহত আছে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত শিল্প উদ্যোক্তাদের সাথে নিয়মিত মত-বিনিময় অব্যাহত আছে।

পিপিপি'র মাধ্যমে অবশিষ্ট ১৪টি মিলের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে ৪টি মিল যথা- (১) আর, আর, টেক্সটাইল মিলস, সীতাকুন্ড, চট্রগ্রাম, (২) দোস্ত টেক্সটাইল মিলস, নতুন রাণীরহাট, ফেণী, (৩) মাগুরা টেক্সটাইল মিলস, মাগুরা ও (৪) রাজশাহী টেক্সটাইল মিলস, সপুরা, রাজশাহী । এ বছর বর্ণিত ৪টি মিলের আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। মিলগুলো পিপিপি'র মাধ্যমে চালু করার পরিকল্পনা অনুযায়ী বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং বিটিএমসি কাজ করে যাচ্ছে এবং ইনশাল্লাহ এগুলো অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন করা হবে। আশা করা যাচ্ছে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে বন্ধ মিলগুলো পূর্ণাঙ্গ রূপে আধুনিকভাবে চালু হবে, যা ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে, শিল্পায়নের প্রসার ঘটবে, রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে এবং রপ্তানী বাড়বে। পিপিপি অফিস, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বিটিএমসি এবং উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান আইআইএফসি (অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন) সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

রূপকল্প (Vision):

লাভজনক বিটিএমসি।

অভিলক্ষ্য (Mission):

বস্ত্রখাতে দেশীয় চাহিদাপূরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশী-বিদেশী যৌথ বিনিয়োগ/পিপিপি এর মাধ্যমে বন্ধ মিলসমূহ চালুকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

১. আয় বৃদ্ধিকরণ;
২. দক্ষতা উন্নয়ন;
৩. ব্যয় সংকোচন;
৪. বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারণ।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ :

১. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি;
২. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরন;
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;

বিটিএমসি'র কার্যাবলী (এনাম কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী):

- সংস্থা ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্বপূর্ন প্রশাসনিক ও অন্যান্য কার্যক্রম,সাধারন নির্দেশাবলী ইত্যাদি সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত পরিচালক পর্ষদের উপর ন্যস্ত;
- সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ বানিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনার জন্য জাতীয় পরিকল্পনা এবং নীতিমালা প্রনয়ণে সরকারের সাথে সমন্বয় ও সহায়তা প্রদান;
- সরকারের সাথে আলোচনা এবং অনুমোদনক্রমে নতুন নতুন প্রকল্প প্রনয়নে উদ্যোগ গ্রহন, প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়ন এবং বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন;
- চালু মিলগুলো সুষ্ঠভাবে পরিচালনা ও বন্ধ মিলগুলো চালু করা;
- দেশী-বিদেশী যৌথ বিনিয়োগ/পিপিপি এর মাধ্যমে মিলসমূহ পরিচালনার লক্ষ্যে প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও চালুকরণে উদ্যোগ গ্রহণ;
- অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, সমস্যা চিহ্নিত করণ, অপচয় হ্রাসকরণ এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা;
- উন্নয়নশীল কর্ম পরিকল্পনা ও উৎপাদনের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ;
- সরকারী সম্পদের যথাযথ ও যুগোপযোগী ব্যবহার নিশ্চিতপূর্বক আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের সাথে সাথে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন;
- সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রেরণ;
- জাতীয় স্বার্থের প্রেক্ষাপটে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোন বিষয়ের উপর সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পাদনকরণ;
- বস্ত্রখাতের জন্য পন্য সংগ্রহ, উৎপাদন, বন্টন, মূল্য নির্ধারন, শ্রম ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে সরকারী নীতিমালার বাস্তবায়ন;
- শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বাস্তবধর্মী আর্থিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারন;
- সাধারন ভোক্তাদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদিত পন্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য সার্বক্ষনিক বাজার পর্যবেক্ষন এবং সঠিক বন্টন নীতি উদ্ভাবন;
- শ্রমিক-কর্মচারীদের সমাজ কল্যানমূলক ও কমিউনিটি সেবার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কাযর্ক্রম গ্রহন;
- শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিধিবদ্ধ ও আইনগত নিয়ম যথাযথভাবে অনুসরন;
- প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য স্থানীয় ও বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ, কাচাঁমাল, রং-রসায়ন ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য নীতিমালা ও পদ্ধতি নির্ধারন ;
- যদি কৌশলগত সমস্যা যেমন বৈদেশিক মূদ্রা সংগ্রহ/বরাদ্দ, ঋণ এর ব্যবস্থা, লাইসেন্স সংগ্রহ এবং এলসি খোলার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয় সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান ;
- বস্ত্রখাতে যৌথ উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ;
- সরকারী বস্ত্রখাতের সম্পদের যথাযথ ও যুগোপযোগী ব্যবহার নিশ্চিতপূর্বক আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের সাথে সাথে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন;
- ক্রয়, উৎপাদন, বন্টন, মূল্য নির্ধারন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে সরকারী নীতি বাস্তবায়ন;
- উন্নয়নশীল কর্ম-পরিকল্পনা ও উৎপাদনের গুনগত মান পরিমাপ এবং অপচয় হ্রাসে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন;
- অধিনস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা উন্নয়ন, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান।

বিটিএমসি'র বর্তমান পরিচালনা পর্ষদঃ

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মাদ কামরুজ্জামান,
পিবিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি, জি, চেয়ারম্যান।

মো: শওকত আকবর
পরিচালক (পরিচালন)

এম.এ.সালাম
পরিচালক (অর্থ ও নিরীক্ষা)

আখতারুজ্জামান মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল
পরিচালক (বাণিজ্য)

মোঃ ফজলুল কবির
পরিচালনা পর্ষদ সচিব
বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ করপোরেশন

সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল:

(ক) এনাম কমিটি'র অনুমোদিত বিটিএমসি প্রধান কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো (স্বেচ্ছাবসরের কারণে বিলুপ্ত পদ, অবশিষ্ট পদের চিত্রসহ):

ক্রঃ নং	বিবরণ	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট
১	এনাম কমিটির অনুমোদিত সংখ্যা	১৬২	৫২	১৮৭	১৩২	**৫৩৩**
২	স্বেচ্ছাবসরের কারণে বিলুপ্ত পদ সংখ্যা	৭৬	২৪	৫৩	৭৩	**২২৬**
৩	স্বেচ্ছাবসর পরবর্তী সংখ্যা	৮৬	২৮	১৩৪	৫৯	**৩০৭**

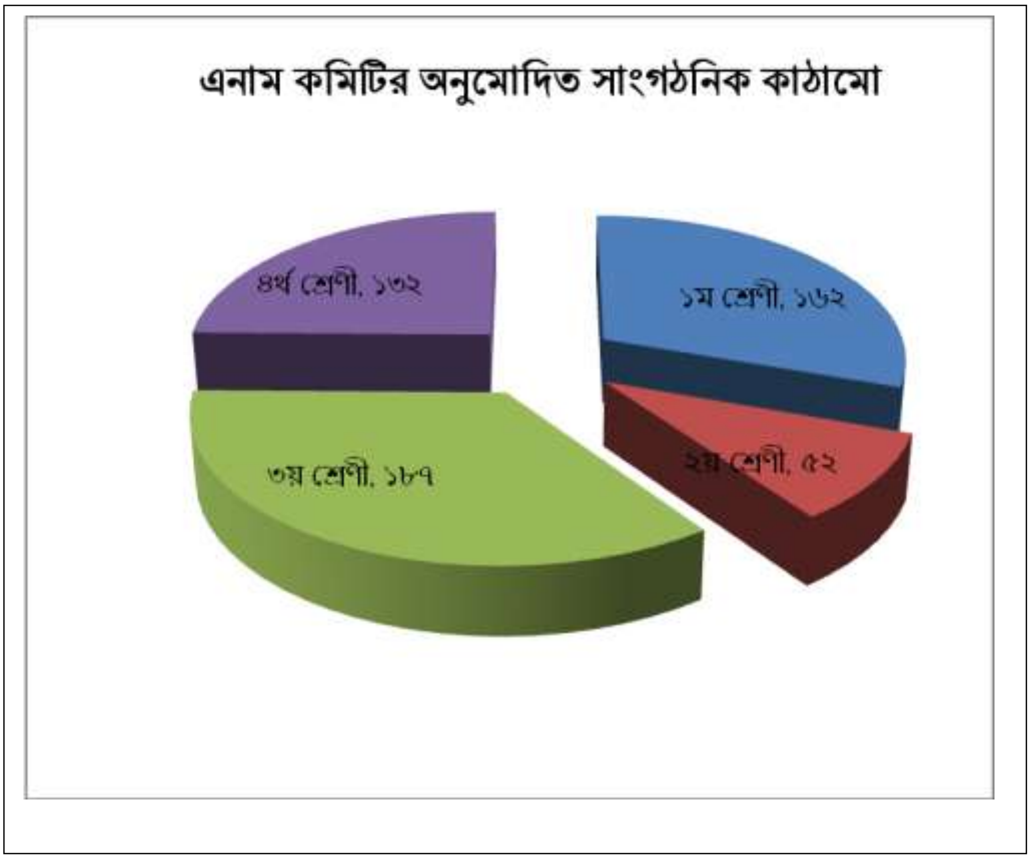

(খ) অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রধান কার্যালয়ের জনবলের শ্রেণী ভিত্তিক চিত্র ও বার চার্টঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	১ম শ্রেণী		২য় শ্রেণী		৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী		মোট	
		স্থায়ী	দৈঃ ভিত্তিক	স্থায়ী	দৈঃভিত্তিক	স্থায়ী	দৈঃ ভিত্তিক	স্থায়ী	দৈঃ ভিত্তিক
১	স্বেচ্ছাবসর পরবর্তী	৮৬	-	২৮		১৯৩		৩০৭	-
২	কর্মরত জনবল	৩৬	-	১১	-	৬২	০৮	১০৯	০৮
৩	শূন্য পদ	৫০	-	১৭	-	১৩১	০৮	১৯৮	০৮

* অনুমোদিত সেট-আপ-এর শূন্য পদের বিপরীতে অস্থায়ীভাবে দৈনিক ভিত্তিক নিয়োগ।

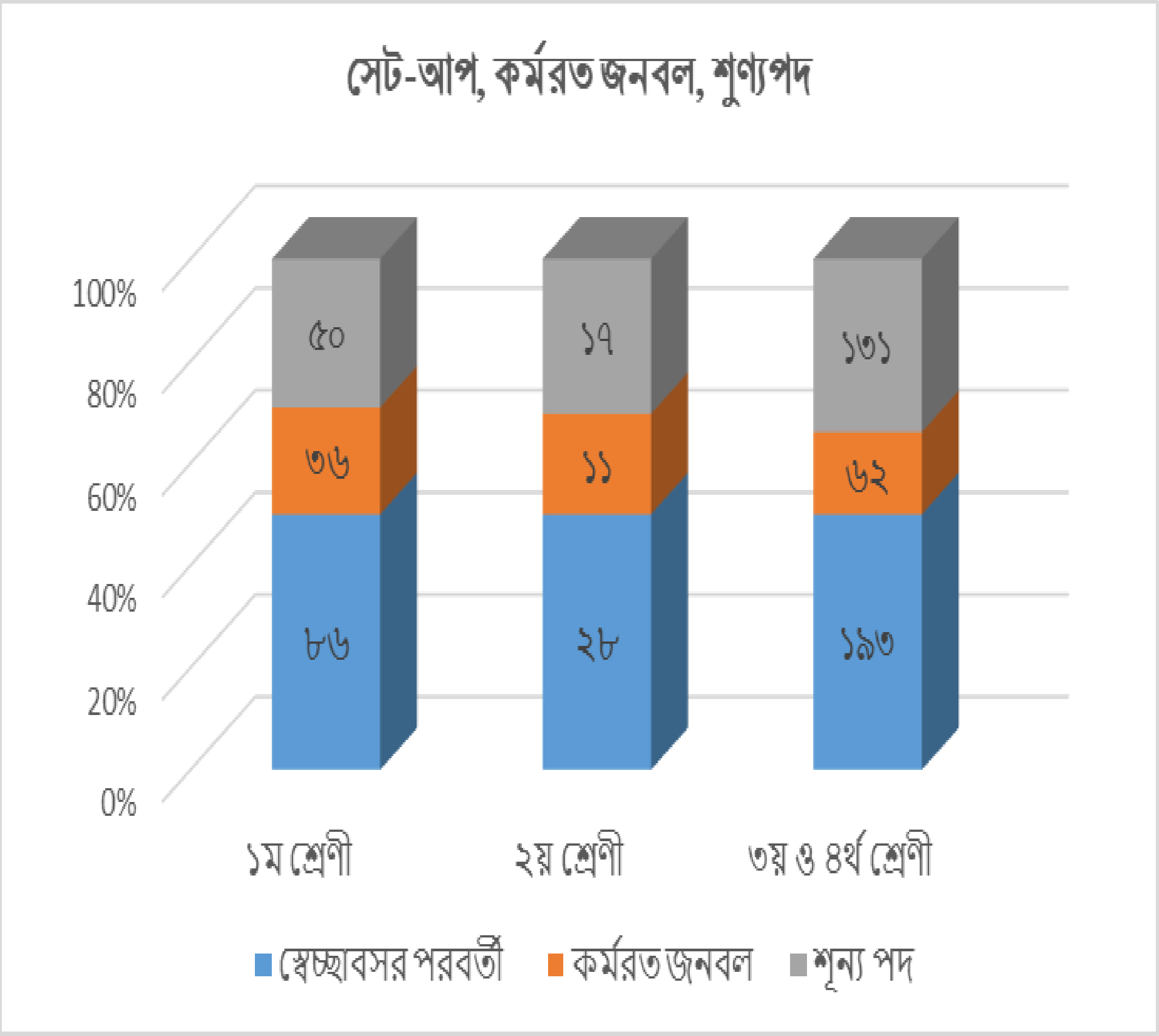

(গ) বিটিএমসি'র সাংগঠনিক কাঠামো:

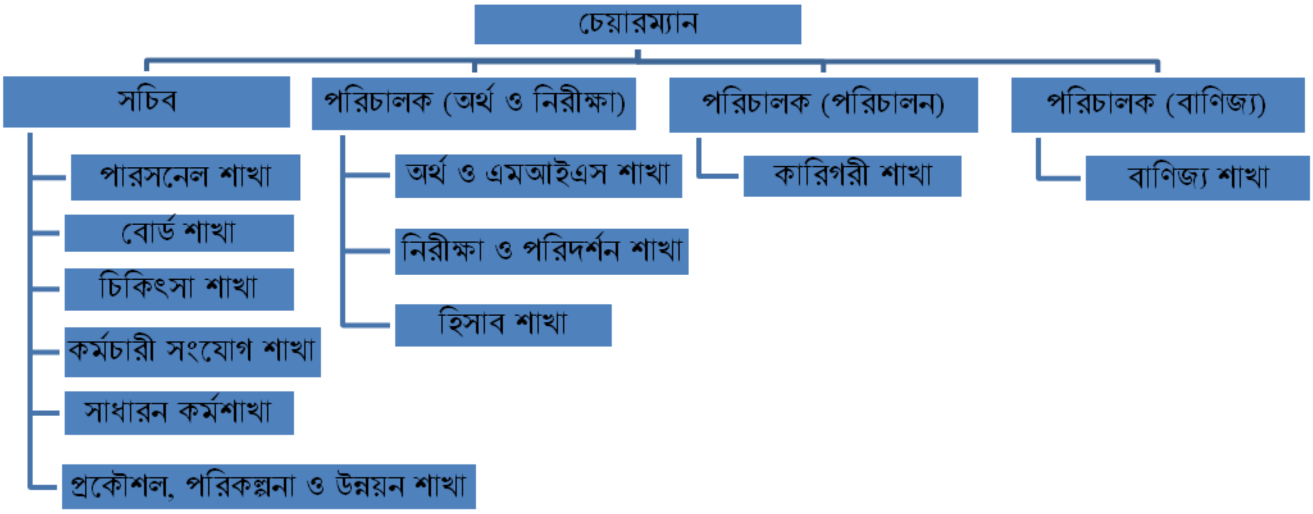

(ঘ) বিটিএমসি'র প্রধান কার্যালয়ের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোঃ

ক্র: নং	বিভাগ/শাখা	জনবল সংখ্যা	ক্র: নং	বিভাগ/শাখা	জনবল সংখ্যা
১	চেয়ারম্যান শাখা	০৬	১০	নিরীক্ষা বিভাগ	১৩
২	পরিচালক (বাণিজ্য) শাখা	০৩	১১	চিকিৎসা বিভাগ	০২
৩	পরিচালক (পরিচালন) শাখা	০৩	১২	কারিগরী বিভাগ	০৮
৪	পরিচালক (অর্থ ও নিরীক্ষা) শাখা	০৩	১৩	বোর্ড শাখা	০৮
৫	সচিব শাখা	০৩	১৪	কর্মচারী সংযোগ শাখা	২৯
৬	এমআইএস বিভাগ	০৯	১৫	সাধারণ কর্মশাখা	২৭
৭	বাণিজ্য বিভাগ	০৮	১৬	পারসনেল শাখা	১০
৮	হিসাব বিভাগ	২১	১৭	শিপিং অফিস	০১
৯	উন্নয়ন বিভাগ	২২		মোট	১৭৬

নাগরিক সেবা প্রদান ও বিভিন্ন বিষয়ে বিটিএমসি'র ফোকাল পয়েন্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১.	পিপিপি এর আওতায় মিল চালু করা।	বিটিএমসির ১৬টি মিল পিপিপি আওতায় পরিচালনার জন্য সিসিইএ-এ হতে নীতিগত অনুমোদন প্রাপ্ত।পিপিপি সংক্রান্ত তথ্য সাম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের সরবারহ করা হয়।	সংস্থার বাণিজ্য বিভাগ।	বিনামূল্যে।	সার্বক্ষণিক।	নামঃ কাজী ফিরোজ হোসেন, পদবীঃ প্রকল্প পরিচালক,মহাব্যবস্থাপক (চঃদাঃ)(বাণিজ্য) বাণিজ্য বিভাগ, বিটিএমসি, ঢাকা। ফোনঃ ৮১৮৯১৩২ মোবাঃ ০১৯১১-৩৫৮৮৯৯,০১৭৮১-১৮০৬৫৬ মেইলঃferoz775@gmail.com
২	তাঁতীদের সুতা প্রদান।	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের নিবন্ধিত তাঁতীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে মিলের ভাড়াটিয়া পার্টির নির্ধারিত দরে মিল থেকে সরাসরি সুতা সরবরাহ করা।	তাঁতী/তাঁতী সমিতির নিবন্ধন সনদ, আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট মিল থেকে।	সুতার মূল্য নগদ/ ডিডির মাধ্যমে পরিশোধ।	সুতার মজুদ থাকা সাপেক্ষে, সর্বোচ্চ ১(এক) দিন।	নামঃ নূরুল আলম মিয়া, পদবীঃ বাণিজ্যিক কর্মকর্তা, বাণিজ্য বিভাগ, বিটিএমসি, ঢাকা। ফোনঃ ৮১৮৯১৩২ মোবাঃ ০১৯১২-০১০৩৫০ মেইলঃ n.alam@btmc.gov.bd
৩	কার পার্কিং সুবিধা।	আবেদনের প্রেক্ষিতে আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে কার পার্কিং সুবিধা প্রদান।	(১) আবেদনপত্র (২) নির্ধারিত ফরম/ সুনির্দিষ্ট তথ্য সম্বলিত আবেদনপত্র	ভাড়ার মূল্য নগদ/ ডিডির মাধ্যমে পরিশোধ।	অনধিক ১০ দিন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।	নামঃ জনাব মোঃ আমানউল্লাহ, পদবীঃ উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ),উন্নয়ন বিভাগ। মোবাইলঃ ০১৯১২৫৯৯৮৮৯ মেইলঃ btmc.development@gmail.com
৪	তথ্য অধিকার আইনের আওতায় নাগরিককে তথ্য প্রদান।	আবেদন প্রাপ্তির পর নির্ধারিত ফরমে তথ্য প্রদান।	(১) আবেদনপত্র (২) নির্ধারিত ফরম/ সুনির্দিষ্ট তথ্য সম্বলিত আবেদনপত্র	বিনামূল্যে।	১০/১৫ দিন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।	নামঃ জনাব সাব্বির আহমেদ পদবীঃ সহ-প্রধান প্রকৌশলী ও ইনচার্জ, উন্নয়ন বিভাগ, ফোনঃ ৮১৮০০৫৩ মোবাইলঃ ০১৭১২৭৫১২৮৫ মেইলঃ btmc.development@gmail.com
৫	প্রতিবন্ধী বান্ধব টয়লেট সুবিধা।	বিটিএমসি ভবনের নীচ তলায় প্রতিবন্দীদের জন্য নিঃশর্ত টয়লেট সুবিধা প্রদান।	প্রযোজ্য নহে।	বিনামূল্যে।	সার্বক্ষণিক।	নামঃ মোঃ কোরবান আলী পদবীঃ উপ-সহকারী প্রকৌশলী(পুর),উন্নয়ন বিভাগ। মোবাইলঃ ০১৮১৮৪১৩৪৮৪ মেইলঃ btmc.development@gmail.com

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৬	উৎসেকর/আয়কর ও ভ্যাট ইত্যাদি কর্তন সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র প্রদান।	সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার/সরবরাহকারী ও ব্যাক্তির নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রদান।	হিসাব বিভাগের বিল শাখা	বিনামূল্যে	০৫ কার্যদিবস।	নামঃ রঞ্জন কুমার প্রসাদ পদবীঃ সহঃ প্রধান হিসাব রক্ষক ফোন নং- ৯১৪০৯৩০, মোবাইলঃ ০১৯৭৭৫০৫৪৫৯ মেইলঃ ranjonprosad@gmail.com
৭	বেতন হতে কর্তিত উৎসে কর সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রদান।	বিটিএমসি’র জন্য নির্ধারিত কর অঞ্চল কর্তৃক অফিস আদেশ/চিঠির বিপরীতে প্রতিবেদন প্রদান।	হিসাব বিভাগ	বিনামূল্যে	প্রতি মাসের প্রথম ০৫ কার্য দিবসের মধ্যে।	নামঃ হাফিজুর রহমান পদবীঃ হিসাব কর্মকর্তা ফোন নং- ৯১৪০৯৩০, মোবাইলঃ ০১৬২০২৩৯০৭৫ মেইলঃrahmanhafiz85@gmail.com
৮	ঠিকাদারদের বিল প্রদান।	ঠিকাদার/সরবরাহকারী কর্তৃক দাখিলকৃত বিল পরীক্ষা এবং পরিশোধের কার্যক্রম গ্রহন।	সংস্থার সাধারণ কর্মশাখা/ উন্নয়ন বিভাগ।	কার্যাদেশ/ক্রয়াদেশ মোতাবেক পাওনা নির্ধারন এবং চেকের মাধ্যমে প্রদান।	বিল দাখিলের ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে।	নামঃ বুশরাত বিনতে কাইয়ূম পদবীঃ বিক্রয় কর্মকর্তা (হিসাব বিভাগ) ফোন নং- ৯১৪০৯৩০ মোবাইলঃ ০১৬৭৭১১৮৩৮০ মেইল:bushratlamia86@gmail.com
৯	ক্রয়কৃত পন্য ও সেবার জন্য মূল্য পরিশোধ।	পার্টি/ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক দাখিলকৃত বিল পরীক্ষা এবং পরিশোধের কার্যক্রম গ্রহন।	সংস্থার সাধারণ কর্মশাখা/ উন্নয়ন বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ।	কার্যাদেশ/ক্রয়াদেশ মোতাবেক পাওনা নির্ধারন এবং চেকের মাধ্যমে প্রদান।	বিল দাখিলের ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে।	নামঃ বুশরাত বিনতে কাইয়ূম পদবীঃ বিক্রয় কর্মকর্তা (হিসাব বিভাগ) ফোন নং- ৯১৪০৯৩০ মোবাইলঃ ০১৬৭৭১১৮৩৮০ মেইল:bushratlamia86@gmail.com

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS):

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন।

ক্র: নং	কখন যোগাযোগ করবেন (দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে)	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)	GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম ও পদবী নামঃ জনাব সাব্বির আহমেদ পদবীঃ সহ-প্রধান প্রকৌশলী ও ইনচার্জ, উন্নয়ন বিভাগ, ফোনঃ ৮১৮০০৫৩ মোবাইলঃ ০১৭১২৭৫১২৮৫ মেইলঃ btmc.development@gmail.com ওয়েব পোর্টাল-প্রতিষ্ঠানের ওয়েব পোর্টালের GRS লিঙ্ক	তিন মাস
২	GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	আপিল কর্মকর্তা	নাম: ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মাদ কামরুজ্জামান পিবিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি, জি পদবী:চেয়ারম্যান, বিটিএমসি, ঢাকা। ফোন:০১৯৩২৪৬১২০৭ ইমেইল: chairman@btmc.gov.bd ওয়েব পোর্টাল -প্রতিষ্ঠানের ওয়েব পোর্টালের GRS লিঙ্ক	এক মাস
৩	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র বস্ত্র ও পাট মন্ত্রলালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ওয়েব: www.motj.gov.bd	তিন মাস

আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশাঃ

ক্রমিক নং	প্রতিশ্রুতি/কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয়
১)	নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র
২)	প্রয়োজনীয় ফিস পরিশোধ
৩)	নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিতি

বিটিএমসি'র ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের নাম ও পদবী

ক্র: নং	কমিটির নাম	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের নাম ও পদবী
০১	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)	নাম: মোঃ ইব্রাহিম মিয়া পদবী: সহকারী ব্যবস্থাপক (কারিগরী), বিটিএমসি, ঢাকা। ফোন:৮১৮৯০৮৬, মোবাইল-০১৭১৪৫৮২৫৮১ মেইল-: ibrahim.btmc81@gmail.com
০২	বিটিএমসি বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট	নাম: জনাব মোঃ ফজলুল কবীর পদবী:সচিব, বিটিএমসি, ঢাকা। ফোন:৯১১৫৭৬৩, মোবাইলঃ ০১৭১৫৪৫৩০০৯ মেইলঃ btmcho@gmail.com
০৩	তথ্য অধিকার (RTI)	নাম: জনাব সাব্বির আহমেদ পদবী: সহ-প্রধান প্রকৌশলী ও ইনচার্জ, উন্নয়ন বিভাগ, বিটিএমসি, ঢাকা। ফোন:৮১৮০০৫৩, মোবাইলঃ ০১৭১২৭৫১২৮৫ মেইলঃ btmc.development@gmail.com
০৪	ওপেন গভর্ণমেন্ট ডাটা (OGD)	নাম: জনাব সাব্বির আহমেদ পদবী: সহ-প্রধান প্রকৌশলী ও ইনচার্জ, উন্নয়ন বিভাগ, বিটিএমসি, ঢাকা। ফোন:৮১৮০০৫৩, মোবাইলঃ ০১৭১২৭৫১২৮৫ মেইলঃ btmc.development@gmail.com
০৫	ইনোভেশন (INNOVATION)	নামঃ জনাব মো: মহিউদ্দিন পদবীঃ প্রধান হিসাব রক্ষক (অতিঃ দাঃ), বিটিএমসি, ঢাকা। ফোনঃ ৯১৪০৯৩০, মোবাইলঃ ০১৭১২৮৪৮৪৯৮ মেইল: mdmohiuddin.b@gmail.com
০৬	টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (SDG)	নামঃ জনাব মোঃ সহিদউল্লাহ পদবীঃ উপ-প্রধান নিরীক্ষক, বিটিএমসি, ঢাকা। ফোনঃ ৮১৮৯০৮৪, মোবাইলঃ ০১৮১৪৭৭৫৮১২ মেইল: btmcho@gmail.com
০৭	ওয়ান স্টপ সার্ভিস (One Stop Service	নামঃ জনাব কাজী ফিরোজ হোসেন পদবীঃ ইনচার্জ (বাণিজ্য বিভাগ), বিটিএমসি, ঢাকা। ফোন:৮১৮৯১৩২, মোবাইলঃ ০১৯১১-৩৫৮৮৯৯ মেইলঃ gm.commerce@btmc.gov.bd
০৮	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS)	নামঃ জনাব মোঃ মজিবুর রহমান পদবীঃ উপ-মহাব্যবস্থাপক (পারসনেল), বিটিএমসি, ঢাকা। ফোন:৯১৩৯০০৫, মোবাইলঃ ০১৮১৮৭৭১৫৯১ মেইলঃ gm.personnel@btmc.gov.bd

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্ম সম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্র /অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯				
						অসাধারন ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতি মানের নিম্নে ৬০%
বিটিএমসি'র কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ										
১. আয় বৃদ্ধিকরণ	৪০.০০	১.১ বিটিএমসি ভবন ভাড়া বাবদ আয়	আদায়কৃত ভাড়া	লক্ষ টাকা	লক্ষ্যমাত্রা	৭০৩.০০	৭০২.০০	৭০১.০০	৭০০.৫০	৬৫০.০০
					অর্জন	৭০৪.৫৪				
		১.২ ভাড়ায় পরিচালিত মিলের আয়	আদায়কৃত ভাড়া	লক্ষ টাকা	লক্ষ্যমাত্রা	৩০০.০০	২৯০.০০	২৮০.০০	২৬৬.৫৩	২৫০.০০
					অর্জন	৩০৫.৬৪				
২. বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারণ	২২.০০	২.১ বন্ধ মিলসমূহ চালুর লক্ষ্যে দেশী/বিদেশী উদ্যোক্তাদের সাথে সভা	আয়োজিত সভা	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	৯	৮	৮	৮	৬
					অর্জন	৯				
		২.২ ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে মিল প্রধানদের সাথে সভা	আয়োজিত সভা	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	৪	৩	২	২	১
					অর্জন	৪				
		২.৩ চিত্তরঞ্জন টেক্সটাইল পল্লীর শিল্প প্লট বিক্রয়	বিক্রিত প্লট	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	৩	২	১	০	০
					অর্জন	৩				
		২.৪ পিপিপি'র মাধ্যমে বিটিএমসি'র মিল চালুর নিমিত্তে আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিং এর জন্য প্রেরণ	আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিং	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	২	১	১	০	০
					অর্জন	২				
৩. দক্ষতা উন্নয়ন	১০.০০	৩.১ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	জনবল	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা কর্মকর্তা	৩৫	৩৪	৩১	২৪	২২
					অর্জন	৩৫				
					লক্ষ্যমাত্রা কর্মচারী	৬৪	৬২	৫৫	৪৫	৪০
					অর্জন	৬৪				
৪. বস্ত্র শিল্প উন্নয়নে সহায়তাকরণ	৩.০০	৪.১ বিটিএমসি'র পরীক্ষাগারে তূলা, সূতা ও কাপড়ের নমুনা পরীক্ষা	পরীক্ষাকৃত নমুনা	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	৮০	৭৫	৭২	৭০	৬০
					অর্জন	৮০				

বিগত দুই বছরে (২০১৮-১৯ ও ২০১৭-১৮) আয়-ব্যয় ও লাভ/লোকসানের তুলনামুলক চিত্রঃ

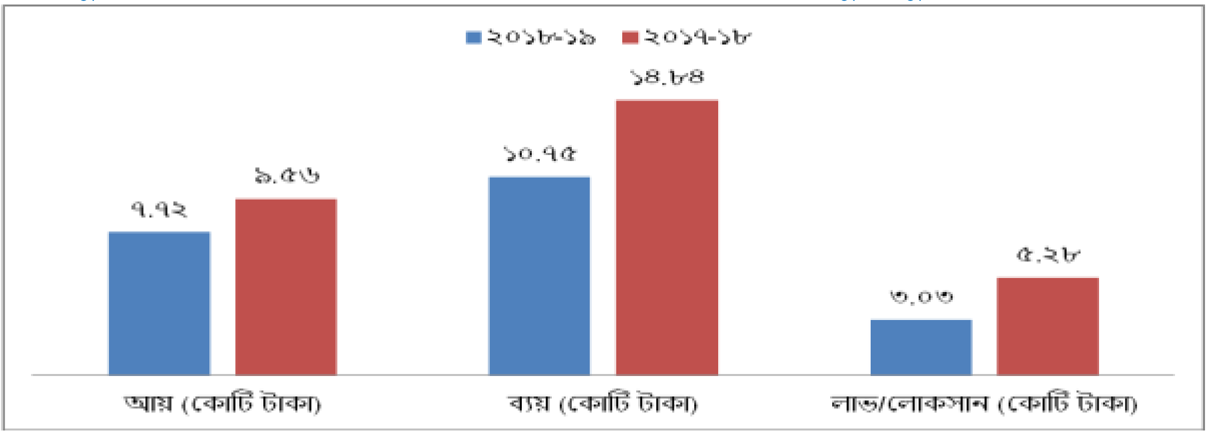

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮
১	আয় (কোটি টাকা)	৭.৭২	৯.৫৬
২	ব্যয় (কোটি টাকা)	১০.৭৫	১৪.৮৪
৩	লাভ/লোকসান (কোটি টাকা)	(৩.০৩)	(৫.২৮)

একনজরে বিটিএমসি'র বাজেটঃ

(ক) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট **(অংকঃ কোটি টাকায়)**

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রধান কার্যালয়	মিল	মোট
০১	০২	০৩	০৪	০৫(৩+৪)
(ক)	আয়ঃ	১৬.৩৮	১.৭০	১৮.০৮
(খ)	ব্যয়ঃ			
	১। মজুরী ও বেতনভাতা	৮.৯০	৪.০০	১২.৯০
	২। অন্যান্য ব্যয়	১৭.৯০	১১.৮৮	২৯.৭৮
(গ)	**ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়**	**(১০.৪২)**	**(১৪.১৮)**	**(২৪.৬০)**
(ঘ)	মূলধন ব্যয়	৩.১০	০.২৩	৩.৩৩
(ঙ)	মোট ব্যয়(খ+ ঘ)	২৯.৯০	১৬.১১	৪৬.০১

(খ) ২০১৯-২০ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট **(অংকঃ কোটি টাকায়)**

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রধান কার্যালয়	মিল	মোট
০১	০২	০৩	০৪	০৫(৩+৪)
(ক)	আয়ঃ	১৬.০৩	১.৫৪	১৭.৫৭
(খ)	ব্যয়ঃ			
	১। মজুরী ও বেতনভাতা	৮.২১	৪.০০	১২.২১
	২। অন্যান্য ব্যয়	১৬.৬১	১১.৯০	২৮.৫১
(গ)	**ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়**	**(৮.৭৯)**	**(১৪.৩৬)**	**(২৩.১৫)**
(ঘ)	মূলধন ব্যয়	৮.৯৩	০.৩৩	৯.২৬
(ঙ)	**মোট ব্যয়(খ+ ঘ)**	**৩৩.৭৫**	**১৬.২৩**	**৪৯.৯৮**

মিলের তথ্যঃ

জাতীয়করণ পরবর্তী সর্বশেষ (২০১৮-২০১৯ পর্যন্ত) মিলসমূহের সংখ্যা তথ্যঃ

ক্রমিক নং	মিলের শ্রেনী	মিলের সংখ্যা
০১	বিটিএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন	২৫
০২	শ্রমিক-কর্মচারীদের মালিকানায় হস্তান্তরিত	০৯
০৩	দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রিত	১২
০৪	সাবেক মালিকদের নিকট হস্তান্তরিত	৩০
০৫	লিকুইডেশন সেলের মাধ্যমে বিক্রি/সেলের নিকট ন্যস্ত	০৭
০৬	বাস্তব সম্পদ বিহীন নামসর্বস্ব মিল	০৩
	মোট	**৮৬**

১। বিটিএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ২৫টি মিল

ক্রঃ নং	মিলের নাম	ঠিকানা	স্থাপনার বছর	টাকুর সংখ্যা
(ক)	**ভাড়া পদ্ধতিতে পরিচালিত ৫টি মিলঃ**			
০১.	বেংগল টেক্সটাইল মিলস লিঃ	যশোর	১৯৬২	১৭২৯৬
০২.	রাজশাহী টেক্সটাইল মিলস্	রাজশাহী	১৯৭৫	২৫০৫৬
০৩.	দারোয়ানী টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	নীলফামারী	১৯৭৭	২৫০৫৬
০৪.	আমিন টেক্সটাইলস্ লিঃ	চট্টগ্রাম	১৯৬১	১৮৪০০
০৫.	রাংগামাটি টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	রাংগামাটি	১৯৭৭	১৮৫৭৬
(খ)	**টেক্সটাইল পল্লী স্থাপনের প্রক্রিয়াধীন ১টি মিলঃ**			
০৬.	চিত্তরঞ্জন কটন মিলস্ লিঃ	নারায়ণগঞ্জ	১৯২৯	১৯৮০৪
(গ)	**পিপিপি'র আওতায় ফুডকোর্টসহ থিমপার্ক, এমিউজমেন্ট পার্ক, রিসোর্ট অথবা হাসপাতাল নির্মাণের অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবিত ১টি মিলঃ**			
০৭.	খুলনা টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	খুলনা	১৯৩১	১২৪৪৮
(ঘ)	**পিপিপি'র আওতায় পরিচালনার লক্ষ্যে হস্তান্তরিত ২টি মিলঃ**			
০৮	আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	ঢাকা	১৯৫৪	৩৩১১৬
০৯.	কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	টংগী	১৯৬২	১৬৮২৪
(ঙ)	**বন্ধ ১৬টি মিলঃ**			
১০.	টাংগাইল কটন মিলস্ লিঃ	টাংগাইল	১৯৬২	১৩৬৫৬
১১.	মাগুরা টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	মাগুরা	১৯৮১	২৫০৫৬
১২.	দোস্ত টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	ফেনী	১৯৬১	২০০০০
১৩.	সুন্দরবন টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	সাতক্ষীরা	১৯৮০	২৪৯৬০
১৪.	দিনাজপুর টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	দিনাজপুর	১৯৭৫	২৯৩৭৬
১৫.	আর আর টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	চট্টগ্রাম	১৯৬৩	৩১৪০০
১৬.	কুড়িগ্রাম টেক্সটাইল মিলস্	কুড়িগ্রাম	১৯৮৪	১২৫২৮
১৭.	ভালিকা উলেন মিলস্ লি:	চট্টগ্রাম	১৯৬৩	৩২০০
১৮.	সিলেট টেক্সটাইল মিলস্	সিলেট	১৯৭৮	২৫০৫৬

ক্রঃ নং	মিলের নাম	ঠিকানা	স্থাপনার বছর	টাকুর সংখ্যা
(ঘ)	**পুনঃগ্রহনকৃত ৭টি মিলঃ**			
১৯.	আফসার কটন মিলস্ লিঃ(হস্তান্তরিত)	সাভার	১৯৭০	১২৪০০
২০.	জলিল টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ(হস্তান্তরিত)	চট্টগ্রাম	১৯৬১	১২৪০০
২১.	এশিয়াটিক কটন মিলস্ লিঃ(হস্তান্তরিত)	চট্টগ্রাম	১৯৫৯	২৬৬০৮
২২.	ঈগল ষ্টার টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ(হস্তান্তরিত)	চট্টগ্রাম	১৯৭২	২০৭৩৬
২৩.	কোকিল টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ(বিক্রিত)	ব্রাক্ষনবাড়িয়া	১৯৬১	১৭৭২৮
২৪.	মাদারীপুর টেক্সটাইল মিলস্ বিক্রিত)	মাদারীপুর	১৯৭৬	২৫০৫৬
২৫.	কিশোরগঞ্জ টেক্সটাইল মিলস্ বিক্রিত)	কিশোরগঞ্জ	১৯৭৮	২৫০৫৬

ভাড়ায় চালু মিলের কয়েকটি স্থির চিত্রঃ

দারোয়ানী টেক্সটাইল মিলস্।

আমিন টেক্সটাইলস্ লিঃ

রাজশাহী টেক্সটাইল মিলস্।

বেঙ্গাল টেক্সটাইল মিলস্।

মানচিত্রে বিটিএমসি নিয়ন্ত্রণাধীন ২৫টি মিলের অবস্থানঃ

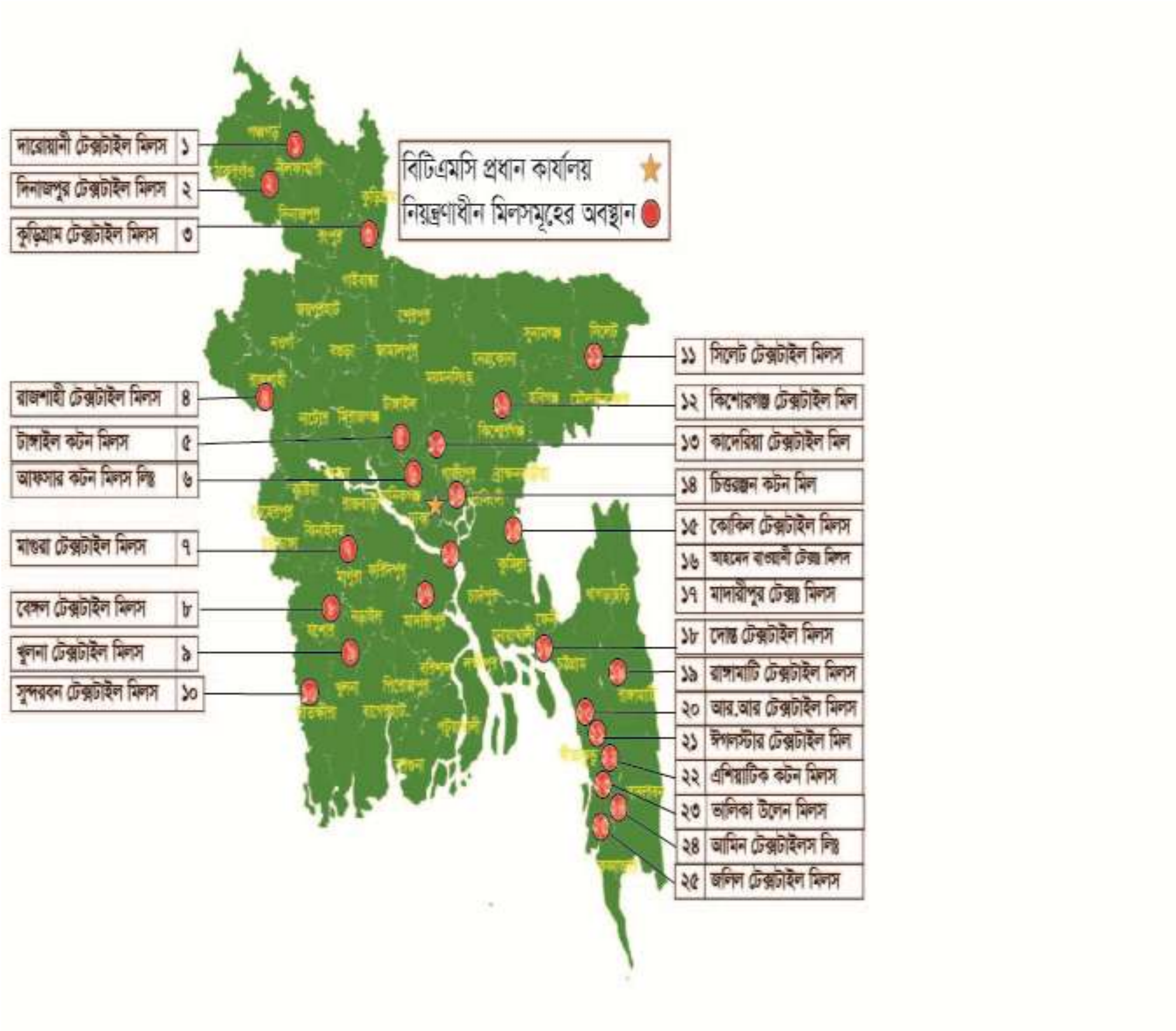

২। শ্রমিক-কর্মচারীদের মালিকানায় হস্তান্তরিত ০৯টি মিলঃ

ক্রঃ নং	মিলের নাম	ঠিকানা	স্থাপনার বছর	হস্তান্তরের বছর
১	ফাইন কটন মিলস্ লিঃ	টংগী, গাজীপুর	১৯৬১	২০০১
২	লক্ষ্মীনারায়ন কটন মিলস্ লিঃ	নারায়ণগঞ্জ	১৯২৫	২০০১
৩	মেঘনা টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	টংগী, গাজীপুর	১৯৬২	২০০১
৪	পাইলন ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	চট্টগ্রাম	১৯৬৩	২০০১
৫	অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	টংগী, গাজীপুর	১৯৫২	২০০১
৬	ক্যারিলিন সিল্ক মিলস্ লিঃ	চট্টগ্রাম	১৯৬৪	২০০১
৭	মন্নু টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	টংগী, গাজীপুর	১৯৬১	২০০১
৮	ঢাকা কটন মিলস্ লিঃ	পোস্তগোলা, ঢাকা	১৯৩৮	২০০১
৯	ন্যাশনাল কটন মিলস্ লিঃ	চট্টগ্রাম	১৯৩৯/৭৬	২০১০

৩। দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রিত ১২টি মিলঃ

ক্রঃ নং	মিলের নাম	ঠিকানা	হস্তান্তরের তারিখ
১	আব্বাসী থ্রেড লিঃ	চট্রগ্রাম	০৪/০৫/১৯৭৭ খ্রিঃ
২	ইষ্টার্ন টেক্সটাইল লিঃ	চট্রগ্রাম	নভেম্বর'১৯৭৮ খ্রিঃ
৩	জরি টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	চট্রগ্রাম	নভেম্বর'১৯৭৮ খ্রিঃ
৪	রয়েল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	চট্রগ্রাম	৩০/১১/১৯৯৭ খ্রিঃ
৫	বরিশাল টেক্সটাইল মিলস্	বরিশাল	২৮/০৫/১৯৯৭ খ্রিঃ
৬	কোহিনুর স্পিনিং মিলস্	সাভার	১৫/০২/১৯৯৫ খ্রিঃ
৭	জোফাইন ফেব্রিক্স লিঃ	সাভার	২৫/০২/১৯৯৫ খ্রিঃ
৮	শারমিন টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	নারায়নগঞ্জ	১৫/১২/১৯৯৫ খ্রিঃ
৯	জিনাত টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	টংগী,গাজীপুর	১৭/০৭/২০০১ খ্রিঃ
১০	ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	টংগী,গাজীপুর	১১/০৫/২০০২ খ্রিঃ
১১	নোয়াখালী টেক্সটাইল মিলস্	লক্ষ্মীপুর	২৬/০৬/২০০৪ খ্রিঃ
১২	সাতরং টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	গাজীপুর	১৮/১২/২০০৯ খ্রিঃ

৪| সাবেক মালিকদের নিকট হস্তান্তরিত ৩০টি মিলঃ

ক্রঃ নং	মিলেরনাম	ঠিকানা	হস্তান্তরের তারিখ
০১	আহমেদ সিল্ক মিলস্ লিঃ	ডেমরা,ঢাকা	৪/২/৭৭খ্রিঃ
০২	ঢাকা ডাইং এন্ড ম্যানুঃ লিঃ	টংগী,গাজীপুর	২৮/১/৭৭খ্রিঃ
০৩	মেটেক্স কটন লিঃ	ফতুল্লা ,নাঃগঞ্জ	৩০/১০/৭৭খ্রিঃ
০৪	জেস ব্ল্যাংকেট লিঃ	যশোর	১৯/৫/৭৭খ্রিঃ
০৫	আলাউদ্দিন তাইওয়া লিঃ	টংগী,গাজীপুর	৭/২/৭৭খ্রিঃ
০৬	মোহাম্মদী ক্যালেন্ডারিং লিঃ	ঢাকা	২৭/২/৮০খ্রিঃ
০৭	আলহাজ্ব টেক্সটাইল লিঃ	ঈশ্বরদী,পাবনা	১২/১২/৮২খ্রিঃ
০৮	বগুড়া কটন মিলস লিঃ	বগুড়া	১৪/১২/৮২খ্রিঃ
০৯	চাঁন্দ টেক্সটাইল মিলস লিঃ	শ্যামপুর,ঢাকা	৮/১২/৮২খ্রিঃ
১০	চিটাগাং টেক্সটাইল মিলস লিঃ	চট্টগ্রাম	৬/১২/৮২খ্রিঃ
১১	গাউছিয়া কটন মিলস লিঃ	মুড়াপাড়া,নাঃগঞ্জ	৫/১২/৮২খ্রিঃ
১২	হালিমা টেক্সটাইল মিলস লিঃ	কুমিল্লা	১৪/১২/৮২খ্রিঃ
১৩	ইব্রাহিম কটন মিলস লিঃ	মাদারবাড়ী,চট্টগ্রাম	৩০/১১/৮২খ্রিঃ
১৪	আশরাফ টেক্সটাইল মিলস লিঃ	টংগী, গাজীপুর	৩০/১১/৮২খ্রিঃ
১৫	জবা টেক্সটাইল মিলস লিঃ	নরসিংদী	৫/১২/৮২খ্রিঃ
১৬	ময়নামতি টেক্সটাইল মিলস লিঃ	কুমিল্লা	২/১২/৮২খ্রিঃ
১৭	সিরাজগঞ্জ কটন মিলস লিঃ	সিরাজগঞ্জ	৩০/১১/৮২খ্রিঃ
১৮	ক্যালিকো কটন মিলস লিঃ	রাজাপুর, পাবনা	২৮/২/৮৩খ্রিঃ
১৯	গোয়ালন্দ টেক্সটাইল মিলস লিঃ	রাজবাড়ী	৩/১/৮৩খ্রিঃ
২০	হাবিবুর রহমান টেক্সটাইল মিলস লিঃ	আজিম নগর,কুমিল্লা	৯/৩/৮৩খ্রিঃ
২১	কুষ্টিয়া টেক্সটাইল মিলস লিঃ	কুষ্টিয়া	৬/৩/৮৩খ্রিঃ
২২	মাওলা টেক্সটাইল মিলস লিঃ	ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ	৫/১/৮৩খ্রিঃ
২৩	কাশেম কটন মিলস লিঃ	গাজীপুর	১/২/৮৩খ্রিঃ
২৪	রাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ	নওয়াপাড়া,যশোর	১৩/২/৮৩খ্রিঃ
২৫	কটন টেক্সটাইল ক্রাফট	নওয়াপাড়া,যশোর	১৪/২/৮৩খ্রিঃ
২৬	রুপালী নুর মিলস লিঃ	৩৮/১, নর্থ বুক হল রোড ঢাকা-১	১৩/২/৮৩খ্রিঃ
২৭	তমিজউদ্দিন টেক্সঃ মিলস লিঃ	গাজীপুর	১৯/১/৮৩খ্রিঃ
২৮	পাহাড়তলি টেক্সটাইল মিলস লিঃ	পাহাড়তলী,চট্টগ্রাম	২৬/৫/৮৪খ্রিঃ
২৯	এন,এইচ, টেক্সটাইল মিলস লিঃ	১৬-সি রোড নং-৬ বনানী,ঢাকা	২০/১১/৮৪খ্রিঃ
৩০	রহমান টেক্সটাইল মিলস লিঃ	১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা	২৮/২/৮৭খ্রিঃ

৫। লিকুইডেশন সেলের মাধ্যমে বিক্রিত এবং বিক্রির জন্য সেলের নিকট ন্যস্ত ০৭টি মিলঃ

ক্রঃ নং	মিলেরনাম	ঠিকানা	মন্তব্য
১	ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্- ১ ও ২	নারায়নগঞ্জ	বিক্রিত
২	আদর্শ কটন এন্ড উইভিং মিলস্ লিঃ	নারায়নগঞ্জ	বিক্রিত
৩	বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	নারায়নগঞ্জ	বিক্রিত
৪	মোহিনী টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	কুষ্টিয়া	ন্যস্ত
৫	ওরিয়েন্ট টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	ঢাকা	ন্যস্ত
৬	চিশতী টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	কুমিল্লা	ন্যস্ত
৭	মসলিন কটন মিলস্ লিঃ	কালিগঞ্জ, গাজীপুর	ন্যস্ত

৬। বিটিএমসি'র তালিকায় বাস্তব সম্পদবিহীন নামসর্বস্ব ০৩টি মিলঃ

ক্রঃ নং	মিলের নাম
১	পারুমা টেক্সটাইল মিলস্,
২	এলাহী কটন মিলস্
৩	রূপালী নাইলন

মিলের বিগত ৫ বছরের পরিচালন আয় (অংকঃ লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মিলসমূহের পরিচালন আয়	পূর্ববর্তী বছর হতে হ্রাস/বৃদ্ধি	পূর্ববর্তী বছর হতে হ্রাস/বৃদ্ধির হার
২০১৪-১৫	১৩৭৮.৩৩	৭০.২৮	৫.৩৭%
২০১৫-১৬	১৪৫৩.৫৭	৭৫.২৫	৫.৪৬%
২০১৬-১৭	১৪৮৬.৫৩	৩২.৯৬	২.২৭%
২০১৭-১৮	৯৫৬.৩০	(৫৩০.২৩)	(৩৫.৬৭%)
২০১৮-১৯	৭৭১.৭২	(১৮৪.৫৮)	(১৯.৩০%)

মিলের বিগত ৫ বছরের পরিচালন আয়ের বার চার্টঃ

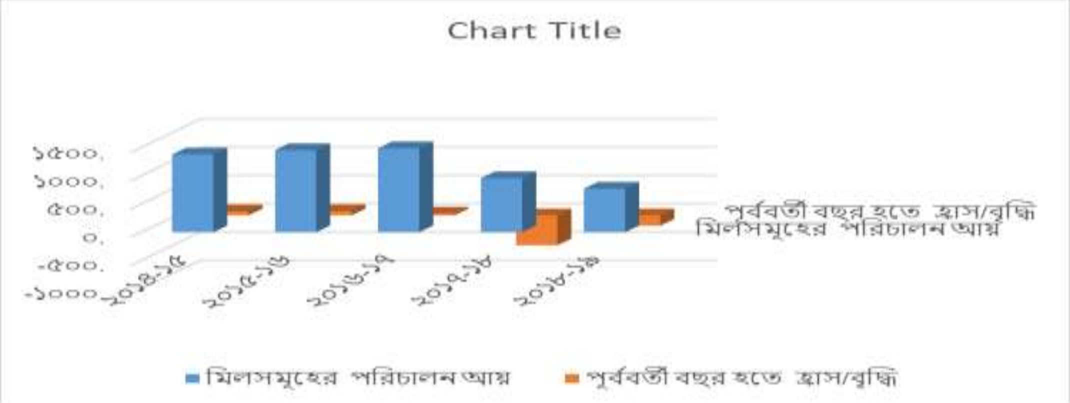

প্রকল্পসমূহঃ

(ক)বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পঃ

চিত্তরঞ্জন টেক্সটাইল পল্লীঃ

সরকারের শিল্প উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গোদনাইল, নারায়ণগঞ্জ শিল্প এলাকায় বিটিএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন চিত্তরঞ্জন কটন মিলের ২২.৬০ একর জমি ২২টি শিল্প প্লটে বিভক্ত করে **"চিত্তরঞ্জন টেক্সটাইল পল্লী"** (Chittaranjan Textile Polli) স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এক কালের ঐতিহাসিক নদী বন্দর নারায়ণগঞ্জ এর শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন বস্ত্রশিল্প নগরী হিসেবে গড়ে তোলাই টেক্সটাইল পল্লীর মূল লক্ষ্য । এখানে আধুনিক এবং উন্নত প্রযুক্তির টেক্সটাইল শিল্প স্থাপনের জন্য সকল সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। নৌ, স্থল ও রেলপথে পণ্য পরিবহনের ত্রি-মুখী সুবিধাও রয়েছে । ইতোমধ্যে মামলা বহির্ভূত ৭টি প্লট বিক্রয় করা হয়েছে। অবশিষ্ট প্লট বিক্রয়ের নিমিত্ত দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

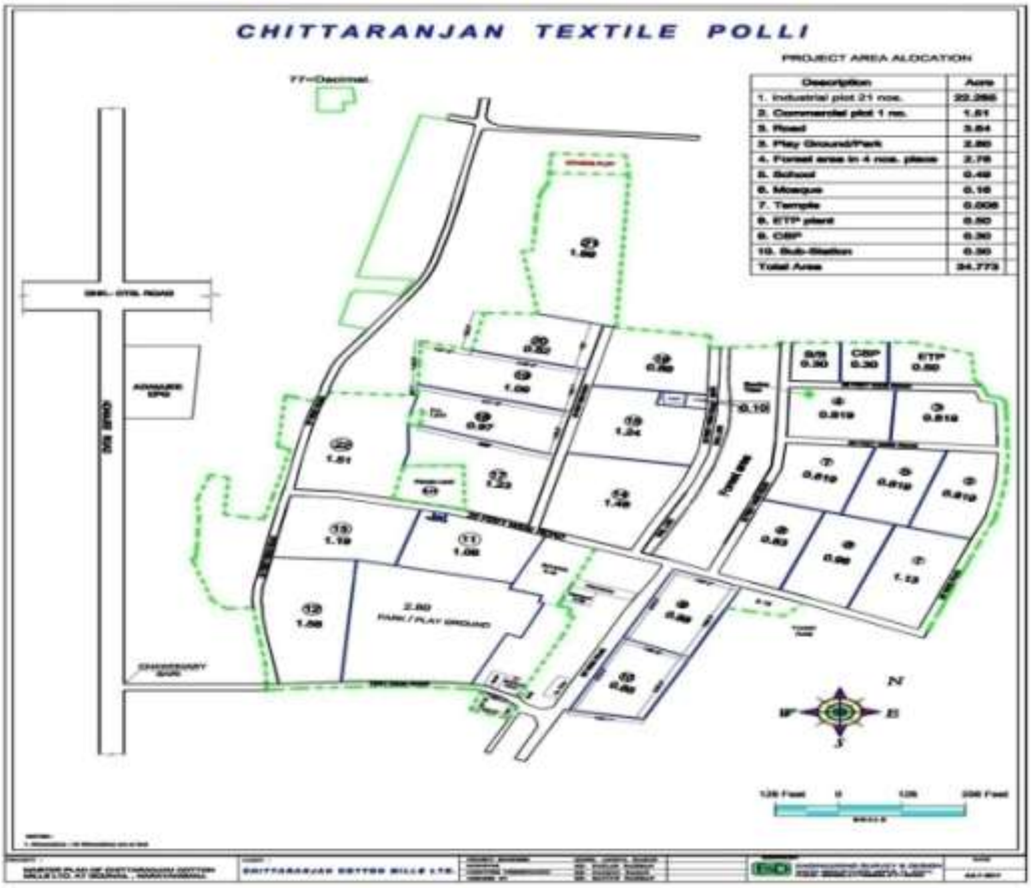

(গ) প্রস্তাবিত প্রকল্পঃ

খুলনা টেক্সটাইল মিলের জমিতে ফুডকোর্টসহ থিমপার্ক, এমিউজমেন্ট পার্ক, রিসোর্ট অথবা হাসপাতাল নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিতঃ

খুলনা টেক্সটাইল মিলে টেক্সটাইল পল্লী স্থাপনের অনুমোদন পরিবর্তনপূর্বক জমির অবস্থান অনুসারে পিপিপি-র আওতায় ফুডকোর্টসহ থিমপার্ক, হাসপাতাল, এমিউজমেন্ট পার্ক, রিসোর্ট নির্মাণের অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে পুনঃপ্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উৎযাপন উপলক্ষ্যে বিটিএমসি কর্তৃক গ্রহীত বছরব্যাপী (মার্চ'২০২০ – ফেব্রুয়ারী'২০২১) কর্মসূচী/পরিকল্পনাঃ

সাল	মাস	প্রধান কার্যালয়ের অনুষ্ঠানসূচি	মিল পর্যায়ে অনুষ্ঠানসূচি	নিটারের অনুষ্ঠানসূচি
২০২০	১৭ মার্চ (বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন)	১. কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল ২. জাতির পিতার জন্ম শত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে কেক কেটে বছর ব্যাপি অনুষ্ঠানের সূচনা ৩. আলোচনাঃ বঙ্গাবন্ধুর শৈশব ও কৈশর ৪. প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন ৬. প্রধান ফটকে ব্যানার	১. কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল ২. জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে কেক কেটে বছর ব্যাপি অনুষ্ঠানের সূচনা ৩.আলোচনাঃ বঙ্গাবন্ধুর শৈশব ও কৈশর	১. কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল ২. জাতির পিতার জন্ম শত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে কেক কেটে বছর ব্যাপি অনুষ্ঠানের সূচনা ৩. আলোচনাঃ বঙ্গাবন্ধুর শৈশব ও কৈশর
	২৬ মার্চ (স্বাধীনতা দিবস)	১. ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গাবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন। ২. আলেচনাঃ স্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে বঙ্গাবন্ধুর অবদান ৪. দোয় মাহফিল	১. ব্যানার প্রদর্শন	১. ব্যানার প্রদর্শন ২. আলেচনাঃস্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে বঙ্গাবন্ধুর অবদান ৩. রচনা প্রতিযোগিতা বিষয়ঃ বঙ্গাবন্ধু ও বাংলাদেশ।
২০২০	১৫ এপ্রিল (বাংলা নববর্ষের পরের দিন)	১. আলোচনা সভাঃ বাঙালি সংস্কৃতি উত্তরণে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বঙ্গাবন্ধুর অবদান। ২. দোয়া মাহফিল ৩. এতিমখান ও মাদ্রাসায় ফ্যান বিতরণ		১. আলোচনা সভাঃ বাঙালি সংস্কৃতি উত্তরণে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বঙ্গাবন্ধুর অবদান।
২০২০	১ মে (মে দিবস)	১. আলেচনা সভাঃ কর্মির হাত গড়ি বঙ্গাবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করি এবং শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে অবদান রাখি। ২. দোয়া মাহফিল ৩. প্রামান্য চিত্র প্রদর্শণ		১. আলেচনা সভাঃ কর্মির হাত গড়ি বঙ্গাবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করি এবং শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে অবদান রাখি।
	১৭ মে	১. কোরআন খতম ও ইফতার বিতরণ	১. দোয়া মাহফিল	১. দোয়া মাহফিল
২০২০	জুন	১. বিটিএমসি পরিবারের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান ২. আলোচনা সভা/উপস্থিত বক্তৃতাঃ টেক্সটাইল খাত উন্নয়নে জাতির জনকের ভুমিকা।		
২০২০	জুলাই	১. সুভ্যেনির প্রকাশ ২. ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গাবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন ও বঙ্গাবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ		
২০২০	১৫ আগষ্ট (শোক দিবস)	১. ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গাবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন ২. এতিমখানায় খাবার প্রদান	১. নীরবতা পালন ২. ব্যানার প্রদর্শন ৩. দোয়া মাহফিল	১. নীরবতা পালন ২. আলোচনা সভাঃ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ৩. দোয়া মাহফিল
	১৮ আগস্ট (শোক দিবসের পরের কর্ম দিবস)	১. নীরবতা পালন ২.আলোচনা সভাঃ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ৩. দোয়া মাহফিল		

সাল	মাস	প্রধান কার্যালয়ের অনুষ্ঠানসূচি	মিল পর্যায়ে অনুষ্ঠানসূচি	নিটারের অনুষ্ঠানসূচি
	২১-২২ আগস্ট	স্বপরিবারে বিটিএমসি সদস্যদের টুঙ্গীপাড়ায় জাতির জনকের মাজার জিয়ারত		
২০২০	সেপ্টেম্বর	১. স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন ও বয়স্কদের জন্য বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা ২. ফ্রি হেলথ ক্যাম্পেইন		১. প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন
২০২০	অক্টোবর	১. আলোচনাঃ ৭ই মার্চের ভাষণ আলোচনা ও পর্যালোচনা।		
২০২০	৩ নভেম্বর (জেল হত্যা দিবস)	১. আলোচনা সভাঃ বঙ্গাবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ২. শীত বস্ত্র বিতরণ।	১.দোয়া মাহফিল	১. দোয়া মাহফিল
২০২০	১৪ ডিসেম্বর (বুদ্ধিজীবী দিবস)	১. বঙ্গাবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, আগারগাঁও পরিদর্শন		১. কুইজ প্রতিযোগিতা
	১৬ ডিসেম্বর (বিজয় দিবস)	১. আলোচনা সভা: বিষয়ঃ বঙ্গাবন্ধুর এবং স্বাধীন বাংলাদেশ। ২.বিটিএমসি'তে কর্মরত সাবেক ও বর্তমান মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা	১. ব্যানার প্রদর্শন	১. প্রীতি ক্রিকেট/ফুটবল ম্যাচ
২০২১	১০ জানুয়ারি (বঙ্গাবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন)	১. আলোচনা সভাঃ বিটিএমসি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গাবন্ধুর অবদান।		১. আলোচনা সভাঃ বাংলাদেশের বিজয়ে বঙ্গাবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষনের ভূমিকা।
২০২১	২১ ফেব্রুয়ারি (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস)	১. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ২. বঙ্গাবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে লিখিত এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্বলিত বই নিয়ে "বিটিএমসি বঙ্গাবন্ধু লাইব্রেরি" এর উদ্বোধন।	১. ব্যানার প্রদর্শন	১. ব্যানার প্রদর্শন ২. স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি।

সামগ্রিকভাবে বিটিএমসি ও মিলসমূহের সম্ভাব্য সমস্যাঃ

বিটিএমসি নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে বিটিএমসি নিয়ন্ত্রিত সকল মিলে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে বিধায় বিটিএমসির প্রধান আয়ের উৎস ভবন/ স্থাপনা ভাড়া এবং ব্যাংকে রক্ষিত স্থায়ী আমানতের সুদ। উল্লেখিত দুটি উৎস হতে প্রাপ্ত আয় অত্যাবশ্যকীয় ব্যয়ের তুলনায় অনেক কম। এই অপ্রতুল আয় দ্বারা অত্র সংস্থার সকল শ্রেনীর কর্মকতা/কর্মচারীর বেতন ভাতা প্রদানসহ অত্যাবশ্যকীয় ব্যয় মিটানো সম্ভব হচ্ছে না। অত্যাবশ্যকীয় ব্যয় সময়মত পরিশোধ করতে না পারায় বেতন ভাতা, ইউটিলিটি বিল, ভূমি উন্নয়ন কর, পৌরকর সহ বিভিন্ন খাতে বকেয়ার পরিমান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে অনাকাঙ্খিতভাবে জি টু জি (সরকার টু সরকার) মামলাসহ নানা জটিলতার উদ্ভব হচ্ছে। ১৬/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অর্থমন্ত্রণালয়ে ৩২৩২.৭১ লক্ষ টাকা চেয়ে পত্র দেয়া হলেও অদ্যাবদি কোন অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়নি ফলে জটিলতা আরও প্রকট হচ্ছে। প্রসঙ্গাত উল্লেখ্য যে, বেতন-ভাতা ও মজুরী খাতে বকেয়ার পরিমান ২৭.৫৪ কোটি টাকা। বিটিএমসির গ্র্যাচুইটি তহবিলে অর্থ ঘাটতি থাকায় অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি পরিশোধ করা যাচ্ছে না। যার ফলে বিটিএমসির বর্তমান ও অবসর গ্রহনকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ মানবেতর জীবন যাপন করছে। এ সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রতিদিনই একাধিক অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী বিটিএমসির প্রধান কার্যালয়ে ধর্না দিচ্ছেন। এরমধ্যে অবসরপ্রাপ্ত কোন কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ গ্র্যাচুইটি গ্রহনের পূর্বেই মৃত্যবরণ করায় তাঁদের পরিবারে পাওনা অর্থের প্রয়োজনীয়তা তীব্রতর হচ্ছে। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মিলসমূহ ভাড়া পদ্ধতিতে চালু রাখা হয়েছে যা সহ সকল মিলে প্রতি বছর মিলগুলোকে প্রায় ৬.০০ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করতে হচ্ছে। এরকম একটি সংকটাপন্ন আর্থিক অবস্থায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিকট সাব্যস্থ বিটিএমসি'র পাওনা ১২৮৪ কোটি টাকা, চাহিত ৩২.৩২ কোটি টাকাসহ সকল পাওনা অর্থ পাওয়া গেলে সার্বিকভাবে সিংহভাগ সমস্যা সমাধান হবে মর্মে আশা করা যায়।

বিগত এক বছরে বিটিএমসি'র গুরুত্বপূর্ণ অর্জনঃ

বর্তমান সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত্ব মিলগুলোর সম্পদ তথা জমির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য দেশী/বিদেশী উদ্যোক্তদের উৎসাহিত করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১২-১০-২০১৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে আর কোন মিল বিক্রি না করার এবং বন্ধ মিল চালু করার নির্দেশনা প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং বিটিএমসি সমন্বিতভাবে উত্তরনের পথ হিসেবে এবং মিল চালু করার একমাত্র উপায় হিসেবে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি)-কে অবলম্বন হিসেবে চিহ্নিত করেন। সে অনুযায়ী ১৬টি মিল পিপিপি'তে পরিচালনা করার জন্য অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি (সিসিইএ) এর নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। যার মধ্য হতে প্রথম পর্যায়ে ২টি মিল আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের দ্বারা চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রাইভেট পার্টনারকে হস্তান্তর করার বিষয়ে পুনরায় সিসিইএ'র অনুমোদন নেয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলের নির্বাচিত প্রাইভেট পার্টনার (তানজিনা ফ্যাশন লিঃ) এর সাথে ২৫-০৬-২০১৯খ্রিঃ তারিখে এবং কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলের নির্বাচিত প্রাইভেট পার্টনার (অরিয়ন কনসোর্টিয়াম)-এর সাথে ২১-০৭-২০১৯খ্রিঃ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। মিল দুটি দ্রুত হস্তান্তর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীণ। চিত্তরঞ্জন কটন মিলের জমিতে "চিত্তরঞ্জন টেক্সটাইল পল্লী" স্থাপনের লক্ষ্য ইতোমধ্যে ৭টি প্লট বিক্রয় করা হয়েছে। পিপিপি'র মাধ্যমে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন ও শিল্প উদ্যোক্তাদের সাথে সেমিনার/ওর্য়াকসপ করা হয়েছে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং সংসদীয় কমিটির সর্বাত্মক সহায়তায় বিটিএমসি'র হাটখোলাস্থ সম্পত্তি হতে ১.১১৭ একর জমি বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের নিকট বিক্রি করা হয়। ফলে সরকারের মূল্যবান সম্পত্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

পিপিপি'র মাধ্যমে অবশিষ্ট ১৪টি মিলের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে ৪টি মিল যথা- (১) আর, আর, টেক্সটাইল মিলস, সীতাকুন্ড, চট্রগ্রাম, (২) দোস্ত টেক্সটাইল মিলস, নতুন রাণীরহাট, ফেণী, (৩) মাগুরা টেক্সটাইল মিলস, মাগুরা ও (৪) রাজশাহী টেক্সটাইল মিলস, সপুরা, রাজশাহী । এ বছর বর্ণিত ৪টি মিলের আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। মিলগুলো পিপিপি'র মাধ্যমে চালু করার পরিকল্পনা অনুযায়ী বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং বিটিএমসি কাজ করে যাচ্ছে এবং ইনশাল্লাহ এগুলো অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন করা হবে। আশা করা যাচ্ছে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে বন্ধ মিলগুলো পূর্ণাঙ্গ রূপে আধুনিকভাবে চালু হবে, যা ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে, শিল্পায়নের প্রসার ঘটবে, রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে এবং রপ্তানী বাড়বে। পিপিপি অফিস, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বিটিএমসি এবং উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান আইআইএফসি (অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন) সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদিত চিত্তরঞ্জন কটন মিলে "টেক্সটাইল পল্লী" স্থাপন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

মামলা সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্র: নং	বিবরণ	জুন'১৮ পর্যন্ত মামলার সংখ্যা	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আগত মামলা	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নিস্পত্তিকৃত মামলা	বিদ্যমান মামলা
১.	বিটিএমসি কর্তৃক পরিচালিত মামলা	১৩৫	১১	১০	১৩৬
২.	বিভিন্ন মিল কর্তৃক পরিচালিত মামলা	২০৬	০৩	১৩	১৯৬
	মোট:	**৩৪১**	**১৪**	**২৩**	**৩৩২**

বাণিজ্যিক অডিট সংক্রান্ত পরিসংখ্যানঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিটিএমসি এবং মিল/প্রতিষ্ঠানসমূহের আপত্তির সংখ্যা ও আর্থিক সংশ্লেষঃ

(ক) ক্রমপুঞ্জিভুত আপত্তি ও নিস্পত্তির চিত্রঃ

সংস্থা	প্রারম্ভিক	নতুন প্রাপ্ত	মোট	নিস্পত্তি	অনিস্পন্ন	আর্থিক সংশ্লেষ (কোটি টাকায়)
বিটিএমসি	৩৪৯	০	৩৪৯	১০	৩৩৯	৫১২৯.৪২
মিল	২৪২৬	০	২৪২৬	২০	২৪০৬	১১০৩.০৭
মোট:	**২৭৭৫**	**০**	**২৭৭৫**	**৩০**	**২৭৪৫**	**৩৮৩৭.৬৬**

(খ) অমীমাংসিত আপত্তির শ্রেণী বিন্যাস:

সংস্থা	সাধারণ	অগ্রিম	ডিপি	সংকলন ভুক্ত	মোট
বিটিএমসি	২১০	১২৬	০	০৩	**৩৩৯**
মিল	১৬৫০	৭২০	০৬	৩০	**২৪০৬**
মোট:	**১৮৬০**	**৮৪৬**	**০৬**	**৩৩**	**২৭৪৫**

(গ) অমীমাংসিত আপত্তির শ্রেণী বিন্যাস ভিত্তিক পাই চার্ট:

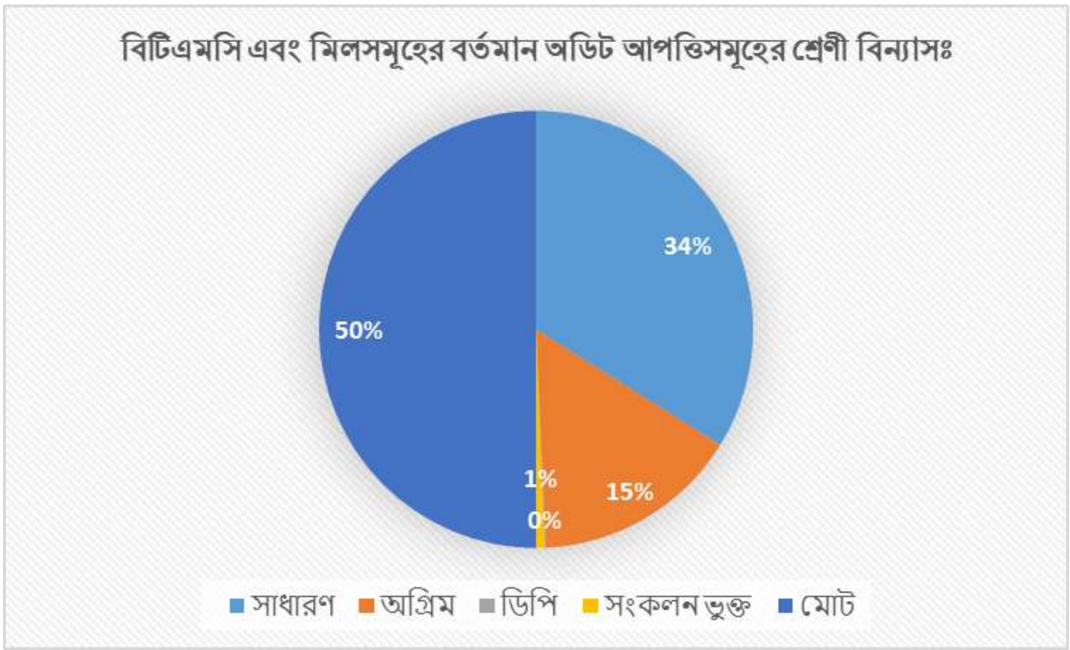

বিটিএমসি'র বিভাগীয় প্রধানদের নামঃ

বিভাগীয় প্রধানগণঃ

ক্র: নং	বিভাগ/শাখার নাম	বিভাগ/শাখা প্রধানগণের নাম ও পদবী	ছবি
১।	বোর্ড শাখা	কাজী ফিরোজ হোসেন উপ-মহাব্যবস্থাপক	
২।	বাণিজ্য বিভাগ	কাজী ফিরোজ হোসেন ইনচার্জ	
৩।	পারসনেল শাখা	মোঃ মজিবুর রহমান উপ-মহাব্যবস্থাপক	
৪।	হিসাব বিভাগ	মোঃ মহিউদ্দিন প্রধান হিসাব রক্ষক (অতি: দা:)	
৫।	কর্মচারী সংযোগ বিভাগ	চৌধুরী আখতার আলী বেগ ব্যবস্থাপক	
৬।	নিরীক্ষা বিভাগ	মোহাম্মদ সহিদউল্যা উপ-প্রধান নিরীক্ষক	
৭।	সাধারণ কর্মশাখা	মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ ব্যবস্থাপক	
৮।	অর্থ ও এমআইএস বিভাগ	মোঃ ইব্রাহিম মিয়া সহকারী ব্যবস্থাপক (কারিগরী)	
৯।	কারিগরী বিভাগ	মোঃ ইব্রাহিম মিয়া সহকারী ব্যবস্থাপক (কারিগরী)	
১০।	উন্নয়ন বিভাগ	সাব্বির আহমেদ সহকারী প্রধান প্রকৌশলী	

মানবসম্পদ উন্নয়নঃ

দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিটিএমসিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রদত্ত প্রশিক্ষণঃ

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষনার্থী
০১.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)	বিটিএমসি ও এশিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি, ব্যাংকক	৪০ জন
০২.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মশালা	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং বিটিএমসি	৫৯ জন
০৩.	নাগরিক সেবায় ইনোভেশন	বিটিএমসি, জেডিপিসি ও এশিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি, ব্যাংকক	৭১ জন
০৪.	সচিবালয় নির্দেশমালা- ২০১৪	বিটিএমসি	২২ জন
০৫.	বাজেট সংক্রান্ত	অর্থ মন্ত্রণালয়	০৩ জন
০৬.	APMG PPP Certification Training Course	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	০৩ জন
০৭.	e-GP	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	০২ জন

প্রনোদনাঃ

- সততা ও ভাল কাজের জন্য প্রণোদনা হিসেবে কর্মকর্তা -কর্মচারীকে পুরস্কার/ক্রেষ্ট প্রদান করা হয় ।
- বিটিএমসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান।
- চিকিৎসা অনুদান প্রদান।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন ও অগ্রগতিঃ

সিদ্ধান্ত নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাসমূহ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১।	বিটিএমসি'র অব্যবহৃত জায়গায় ছোট ছোট প্লট করে বেসরকারী শিল্প উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ দিয়ে 'টেক্সটাইল পল্লী' স্থাপন করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।	চিত্তরঞ্জন কটন মিলস, নারায়ণগঞ্জ এর জমিতে 'টেক্সটাইল পল্লী' স্থাপনের ২২টি শিল্প প্লটে বিভক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১২টি প্লটের উপর মামলাজনিত কারণে বিক্রয় কার্যক্রম আপাততঃ স্থগিত আছে। মামলা বহির্ভূত ১০টি শিল্প প্লটের মধ্যে ৭টি প্লট বিক্রয় করা হয়েছে। মামলা বহির্ভূত অবশিষ্ট ৩টি প্লট বিক্রয়ের পুনঃদরপত্র আহবানের কাজও প্রক্রিয়াধীন আছে। খুলনা টেক্সটাইল মিলে টেক্সটাইল পল্লী স্থাপনের অনুমোদন পরিবর্তনপূর্বক জমির অবস্থান অনুসারে পিপিপি-র আওতায় ফুডকোর্টসহ থিমপার্ক, হাসপাতাল, এমিউজমেন্ট পার্ক, রিসোর্ট নির্মাণের অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে পুনঃপ্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে।
০২।	বিটিএমসি'র বন্ধ মিলগুলো চালু করার ব্যবস্থা নিতে হবে এবং পুরাতন মেশিন বাদ দিয়ে আধুনিক মেশিন বসাতে হবে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১২-১০-২০১৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে আর কোন মিল বিক্রি না করার এবং বন্ধ মিল চালু করার নির্দেশনা প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং বিটিএমসি সমন্বিতভাবে উত্তরনের পথ হিসেবে এবং মিল চালু করার একমাত্র উপায় হিসেবে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি)-কে অবলম্বন হিসেবে চিহ্নিত করেন। সে অনুযায়ী ১৬টি মিল পিপিপি'তে পরিচালনা করার জন্য অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি (সিসিইএ) এর নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। যার মধ্য হতে প্রথম পর্যায়ে ২টি মিল আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের দ্বারা চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রাইভেট পার্টনারকে হস্তান্তর করার বিষয়ে পুনরায় সিসিইএ'র অনুমোদন নেয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলের নির্বাচিত প্রাইভেট পার্টনার (তানজিনা ফ্যাশন লিঃ) এর সাথে ২৫-০৬-২০১৯খ্রিঃ তারিখে এবং কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলের নির্বাচিত প্রাইভেট পার্টনার (অরিয়ন কনসোর্টিয়াম)-এর সাথে ২১-০৭-২০১৯খ্রিঃ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। মিল দুটি দ্রুত হস্তান্তর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীণ। চিত্তরঞ্জন কটন মিলের জমিতে "চিত্তরঞ্জন টেক্সটাইল পল্লী" স্থাপনের লক্ষ্য ইতোমধ্যে ৭টি প্লট বিক্রয় করা হয়েছে। পিপিপি'র মাধ্যমে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন ও শিল্প উদ্যোক্তাদের সাথে সেমিনার/ওর্য়াকসপ করা হয়েছে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং সংসদীয় কমিটির সর্বাত্মক সহায়তায় বিটিএমসি'র হাটখোলাস্থ সম্পত্তি হতে ১.১১৭ একর জমি বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের নিকট বিক্রি করা হয়। ফলে সরকারের মূল্যবান সম্পত্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।
০৩।	আদালতে বিচারাধীন মামলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য যে সকল তথ্য, উপাত্ত ও প্রমাণক প্রয়োজন হয়, তা যথাসময়ে দপ্তর/ সংস্থাকে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগ নিয়ে একত্রে কাজ করতে হবে।	বিটিএমসি'র মামলার প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন করা হয়। সময় সময় সংস্থা প্রধান নিজ তদারকিতে প্রয়োজন মত বিজ্ঞ এ্যাটর্নি জেনারেল এর নিকট স্ব-শরীরে হাজির হয়ে মামলা নিষ্পত্তিতে সহায়তা করে থাকেন। চলমান মামলাসমূহ নিয়ে নিয়মিত বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে 'মামলা মনিটরিং সভা' অনুষ্ঠিত হয়।

নাগরিক সেবা সহজীকরণের জন্য ২০১৮-১৯ সালের উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের অগ্রগতি:

ক্র: নং	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	অগ্রগতি ও সম্ভাব্য আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	
				অর্জন	আর্থিক সংশ্লেষ
	২০১৮-১৯:				
১.	বিটিএমসি প্রধান কার্যালয়ের একটি Accounting Softwere উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম	বিটিএমসি প্রধান কার্যালয়ের Accounting Software এর মাধ্যমে বেতন-ভাতা, পিএফ,ষ্টোর ও হিসাব সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সমন্বিত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা।	স্বল্প সময়ে অপেক্ষাকৃত কম জনবল দ্বারা কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।	১০০%	২ লক্ষ টাকা
২.	বিটিএমসি'র প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা Online System এ প্রত্যেকের স্ব-স্ব ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ সংক্রান্ত ।	বিটিএমসি'র প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা Online System এ প্রত্যেকের স্ব-স্ব ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা । সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে এসএমএস (খুদে বার্তা) এর মাধ্যমে বেতন-ভাতাদি জমার বিষয়টি নিশ্চিত করা	বিটিএমসি'র প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন প্রদান ও গ্রহনের ক্ষেত্রে সময় ও শ্রমব্যয় হ্রাস পাবে।	১০০%	-
৩.	বিটিএমসি'র প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন নোটিশ, অফিস আদেশ, নির্দেশ ইত্যাদি এসএমএস (খুদে বার্তা) এর মাধ্যমে প্রেরণ সংক্রান্ত।	বিটিএমসি'র প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন নোটিশ,অফিস আদেশ,নির্দেশ ইত্যাদি এসএমএস (খুদে বার্তা) এর মাধ্যমে দ্রুত সকলকে অবহিত করা।	প্রয়োজনীয় নোটিশ,অফিস আদেশ,নির্দেশ ইত্যাদি দ্রুত সময়ে পৌছাবে এতে সময় ও শ্রমব্যয় হ্রাস পাবে।	১০০%	-
৪.	বিটিএমসি'র প্রধান কার্যালয় ও মিলসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছুটি ও সকল প্রকার আবেদন Online / ই-মেইল এর মাধ্যমে আদান-প্রদান ও নিষ্পত্তির কার্যক্রম।	Online সেবার আওতায় বিটিএমসি'র প্রধান কার্যালয় ও মিলসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছুটি ও সকল প্রকার আবেদন Online / ই-মেইল এর মাধ্যমে আদান-প্রদান ও নিষ্পত্তির কার্যক্রম করা।	মূল কপির পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ সকল চিঠিপত্র দ্রুততর সময়ে আদান প্রদান ও নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে।	১০০%	-
৫.	পিপিপি/যৌথ বিনিয়োগের আওতায় পরিচালনার জন্য অনলাইনে তথ্য সেবা প্রদান।	বিটিএমসি'র মিলসমূহ পিপিপি/ যৌথ বিনিয়োগের আওতায় পরিচালনার সংক্রান্ত তথ্যাদি অনলাইন/ওয়েব সাইটের মাধ্যমে প্রদান।	স্বল্প সময়ে প্রত্যাশিত বিনিয়োগকারীগণ মিল সম্পর্কে তথ্য সেবা পাবে।	১০০%	-

মান-নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগারঃ

বিটিএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহের তুলা, উৎপাদিত সুতা ও কাপড় এর গুনগতমান নির্নয়ের জন্য সূচনালগ্ন থেকে কারিগরী বিভাগের মান-নিয়ন্ত্রণ শাখায় কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে বিটিএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহ ছাড়াও বহিরাগত পার্টির তুলা, সুতা ও কাপড়ের মান পরীক্ষা করা হয়।.

মান-নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগারে নিম্নবর্ণিত মেশিনগুলো বিদ্যমানঃ

- ফাইব্রোগ্রাফ
- মাইক্রোনিয়ার/ ফাইননেস টেস্টার
- ডবল কম্বশর্টার মেশিন
- ট্রাশ সিলেক্টর মেশিন
- র‍্যাপরিল মেশিন
- লী স্ট্রেংথ টেস্টার
- প্রেসলী স্ট্রেংথ টেস্টার
- টুইষ্ট টেস্টার মেশিন
- ড্রাই ওভেন মেশিন

লী স্ট্রেংথ টেস্টার

র‍্যাপরিল মেশিন

বিটিএমসি'র পরীক্ষাগারে তূলা/সূতা ও কাপড়ের নিম্নলিখিত পরীক্ষা করা হয়ঃ

<u>তুলা ঃ</u>

■ আঁশের দৈর্ঘ্য নির্ণয়

■ আঁশের শক্তি নির্ণয়

■ আঁশের পরিপক্কতা নির্ণয়

■ তুলার মধ্যে ময়লা/আর্বজনার শতকরা হার নির্ণয় করা (Trash %)

■ তুলার মধ্যে ছোট আঁশের শতকরা হার নির্ণয় (Short Fiber%)

<u>সুতাঃ</u>

■ আঁশের মসৃণতার হার (Uniformity Ratio)

■ সুতার কাউন্ট নির্ণয় করা

■ সুতার শক্তি/CSP নির্ণয় করা

■ ইঞ্চি প্রতি প্যাকের সংখ্যা (TPI)

<u>কাপড়ঃ</u>

■ প্রতি বর্গ মিটারের ওজন/(Gsm)

■ টানা বা পড়েন সংখ্যা (ইঞ্চি প্রতি)

■ টানা বা পড়েন সুতার কাউন্ট নির্ণয়

র‌্যাপরিল মেশিন

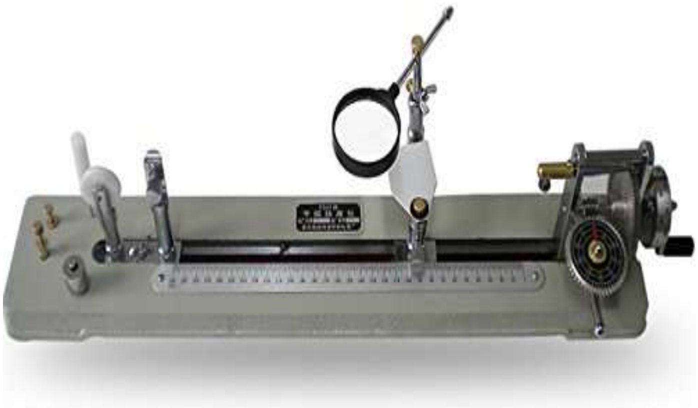

টুইষ্ট টেস্টার মেশিন

SDG (Sustainable Development Goal) বাস্তবায়নে বিটিএমসি সংক্রান্ত পরিকল্পনাঃ

ক্রঃ নং	গোল (Goal)	লক্ষ্য মাত্রা (Target)	সহায়ক মন্ত্রণালয়	২০১৮-২০২০		২০২১-২০৩০	
				পরিকল্পনা	গৃহীত কার্যক্রম	পরিকল্পনা	গৃহীত কার্যক্রম
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	5. Achieve gender equality and empower all women and girls	৫.১ সর্বত্র সকল নারী ও মেয়ের বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান ঘটানো।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	পিপিপি / যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে বিটিএমসি'র ২ টি মিল আধুনিকায়নকরণ	পিপিপি (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ) এর মাধ্যমে বিটিএমসি'র ১৬ টি মিল পরিচালনার লক্ষ্যে CCEA (Cabinet Committee on Economic Affairs) কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ১ম পর্যায়ে ২টি মিল (আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস, ডেমরা, ঢাকা এবং কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস, টঙ্গী, গাজীপুর) আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করে উদ্যোক্তা নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে প্রাইভেট পার্টনার নির্বাচনপূর্বক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। হস্তান্তর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	পিপিপি / যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে বিটিএমসি'র ১৪টি মিল পর্যায়ক্রমে আধুনিকায়নকরণ	পিপিপি (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ) এর মাধ্যমে বিটিএমসি'র ১৬ টি মিল পর্যায়ক্রমে পরিচালনার লক্ষ্যে CCEA এর নীতিগত অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে । ২০২০ সালে বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাবিত ২টি মিলের পিপিপি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের পর ১৪টি মিলের বিষয়ে পর্যায়ক্রমে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।
২.	6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation	৬.৩ দূষন হ্রাস করে,পানিতে আবর্জনা নিক্ষেপ বন্ধ করে এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ও উপকরণের নির্গমন ন্যুনতম পর্যায়ে নিয়ে এসে ,অপরিশোধিত বর্জ্য পানির অনুপাতে অর্ধেকে নামিয়ে এনে এবং বৈশ্বিকভাবে পুনঃচক্রায়ন (রিসাইক্লিং) ও নিরাপদ	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	পিপিপি / যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে বিটিএমসি'র ২টি মিল আধুনিকায়নকরণ	পিপিপি (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ) এর মাধ্যমে বিটিএমসি'র ১৬ টি মিল পরিচালনার লক্ষ্যে CCEA (Cabinet Committee on Economic Affairs) কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয়েছে।	পিপিপি / যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে বিটিএমসি'র ১৪টি মিল পর্যায়ক্রমে আধুনিকায়নকরণ	পিপিপি (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ) এর মাধ্যমে বিটিএমসি'র ১৬ টি মিল পর্যায়ক্রমে পরিচালনার লক্ষ্যে CCEA এর নীতিগত অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে । ২০২০ সালে বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাবিত ২টি মিলের পিপিপি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের পর ১৪টি মিলের বিষয়ে পর্যায়ক্রমে আন্তর্জাতিক

	for all	পানি পুনঃব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমানে বাড়িয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে পানির গুনগতমান বৃদ্ধি করা।			১ম পর্যায়ে ২টি মিল (আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস, ডেমরা, ঢাকা এবং কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস, টঙ্গী, গাজীপুর) আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করে উদ্যোক্তা নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে প্রাইভেট পার্টনার নির্বাচনপূর্বক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। হস্তান্তর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।		দরপত্র আহবানপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।
৩.	9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation.	৯.২ অর্ন্তভূক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্তন এবং জাতীয় পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে কর্মসংস্থান ও জিডিপিতে শিল্পখাতের অংশ উল্লেখযোগ্য পরিমানে বৃদ্ধি এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে এ খাতের অবদান দ্বিগুন করা।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	পিপিপি / যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে বিটিএমসি'র ২টি মিল আধুনিকায়করণ	পিপিপি (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ) এর মাধ্যমে বিটিএমসি'র ১৬ টি মিল পরিচালনার লক্ষ্যে CCEA (Cabinet Committee on Economic Affairs) কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ১ম পর্যায়ে ২টি মিল (আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস, ডেমরা, ঢাকা এবং কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস, টঙ্গী, গাজীপুর) আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করে উদ্যোক্তা নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে প্রাইভেট পার্টনার নির্বাচনপূর্বক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। হস্তান্তর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	পিপিপি / যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে বিটিএমসি'র ১৪টি মিল পর্যায়ক্রমে আধুনিকায়নকরণ	পিপিপি (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ) এর মাধ্যমে বিটিএমসি'র ১৬ টি মিল পর্যায়ক্রমে পরিচালনার লক্ষ্যে CCEA এর নীতিগত অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে । ২০২০ সালে বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাবিত ২টি মিলের পিপিপি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের পর ১৪টি মিলের বিষয়ে পর্যায়ক্রমে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

ফটো গ্যালারী

২০-০৬-২০১৯খ্রিঃ তারিখে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

২৫-০৬-২০১৯খ্রিঃ তারিখে তানজিনা ফ্যাশন লিঃ এর সাথে আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলের চুক্তি সম্পাদন অনুষ্ঠান।

২১-০৭-২০১৯খ্রিঃ তারিখে অরিয়ন কনসোর্টিয়াম এর সাথে কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলের চুক্তি সম্পাদন অনুষ্ঠান।

জাতীয় শোক দিবস'২০১৯ উৎযাপন উপলক্ষ্যে শোক র‍্যালী।

জাতীয় শোক দিবস'২০১৯ উৎযাপন উপলক্ষ্যে শোকসভা।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদায় অনুষ্ঠানের ছবি।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

ইনোভেশন বিষয়ক কর্মশালা।

স্টেকহোল্ডাদের সাথে ওয়ার্কশপ।